মতভেদী মাসআলা সমূহের মীমাংসা

কেবল দেওবন্দী আলেমদিগের কিতাব ও ফাতাওয়া হইতে উত্তর

প্রকাশক

আল্লামা পীর

সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব

মতভেদী মাস্আলা সমূহের মীমাংসা

কেবল দেওবন্দী আলেমদিগের কিতাব ও ফাতাওয়া হইতে উত্তর

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম মুহাক্কেক আলেম, শীর্ষ স্থানীয় বুযুর্গ,
ফখরুল মোহাদ্দেসীন, শায়খুল মুর্শেদীন অখন্ড
বাংলা আসামের একমাত্র মুফতীয়ে আজম ও
বহু দ্বীনি গবেষণামূলক পুস্তক প্রণেতা,
আলা হযরত আলহাজ্ব
আবু যফর সিদ্দিকী
(মেজলা হুজুর পীর কেবলা রহ.)

প্রকাশক
সর্ববয়োজ্যেষ্ঠ পীরজাদা
মাওলানা মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী
ফুরফুরা দরবার শরীফ
হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

পরিবেশনায়ঃ মুহাম্মাদ মোফাজ্জেল হোসেন

প্রকাশকালঃ প্রথম সংস্করণ: ২০০২ (হুগলী, ভারত)
দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০১২ (হুগলী, ভারত)
তৃতীয় সংস্করণ: ২০১৪ (বাংলাদেশ প্রথম)

প্রাপ্তিস্থানঃ

১. ফুরফুরা দরবার শরীফ,
জেলা হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

২. মেজলা হুজুর পীর কেবলা রহ. এর খানকা শরীফ,
চকছাতীয়ানী, মেন্টাল রোড, পাবনা।
মোবাইল: ০১৭১৬-৭৫২৫৫৯

৩. নূরুল্লাহ টুপিঘর, বড় মসজিদ লেন, বগুড়া।
মোবাইল: ০১৭১২-৪৩৩৬৯৪,
০১৭১১-৯৪৪৯৭৯, ০১৭১৭-৭৯৮৬২৩

৪. মাকতাবাতুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, ঢাকা, বাংলাদেশ।
মোবাইল: ০১৭১০-৭৮২১৪৬

৫. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
মোবাইল: ০১৭১৭-৫১৩২৪৮

হাদীয়াঃ ২০.০০ টাকা মাত্র।

পূর্বাভাষ

আপনারা এতদিন অত্র পুস্তকের মতভেদী মাস্‌আলাসমূহের এক তরফা অর্থাৎ কেবল (আজকালের) দেওবন্দী আলেমগণের মতামত শ্রবণ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু অতীতকালের বিচক্ষণ দেওবন্দী আলেমগণ ঐ সকল বিষয়ে কিরূপ মত পোষণ করিতেন তাহা অনেকেরই অজ্ঞাত। এখানে আমি কেবলমাত্র তাঁহাদেরই পুস্তকাদি হইতে দেখাইয়া দিতে চাই, তাঁহারা এ বিষয়ে কত উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন।

আজ মুসলিম সমাজ বিভিন্ন কুসংস্কারাচ্ছান্ন, অভাব-অনটন, বিবাদ-বিসম্বাদ, আর্থিক অবনতি, বেকার সমস্যা, সুদ-ঘুষ, জুয়া, তাড়ি, মদ, গান-বাজনা, যাত্রা, ঘরে ঘরে রেডিওর গান, সিনেমা দেখা, পণ-প্রথা, বিজাতীয় পোষাক পরিচ্ছদ পরা, স্ত্রী-বেপর্দা, মহররম, তাজিয়া, কবর সিজদাহ ও কবরে হাজত মান্নত দেওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। এসব বিষয় লইয়া কোন দেওবন্দী মৌলবী মাওলানাকে আজ পর্যন্ত মাথা ঘামাইতে বা কোন প্রতিকার করিতে দেখিলাম না। ইহারা সংকীর্ণ মনোভাব লইয়া যথা মীলাদে কিয়াম করিতে নাই, নামাজে বা আযানে হাত উঠাইয়া দোআ চাহিতে নাই, নামাজে দোয়াল্লীন পড়িতে নাই, গ্রামে জুম'আ পড়িতে নাই, গোলটুপি পরিতে নাই, কবর যিয়ারত করিতে নাই, দূর দেশে ওলীদের মাযার যিয়ারতে যাইতে নাই, মজলিসে উচ্চ শব্দে দরুদ পড়িতে নাই, ইসালে সওয়াবের মজলিস করিতে নাই ইত্যাদি নূতন নূতন কথা বলিয়া সমাজে তর্ক-বিতর্কের অবতারণা করিতেছে। কিন্তু আমরা চিরাচরিতভাবে ঐ সমস্ত বিষয়গুলি অতীতকালের বিজ্ঞ আলেমগণের যুক্তি ও প্রমাণাদি সহ আমল (কার্য) করিয়া আসিয়াছি ও আসিতেছি। আজকাল এক শ্রেণীর দেওবন্দী মৌলবী সুস্থ ও শান্ত সমাজে প্রবেশ করতঃ কেমন ভাবে প্রথম বিবাদ ও বিচ্ছেদের বীজ বপন করিতেছে, তাহা ভাবিলে জ্ঞানীগণের মন-প্রাণ দুঃখে জর্জরিত হইয়া যায়। ইহারা বহুকালের প্রচলিত খুঁটিনাটি তুচ্ছ বিষয় লইয়া বাড়াবাড়ি করতঃ সমাজকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দিতেছে। দেশ বেশ শান্ত, একতা ও ভ্রাতৃত্বে পরিপূর্ণ ছিল। যখন দেখিবেন যে, কোন স্থানে ঐরূপ খিয়ালের মৌলবীর আবির্ভাব হইয়াছে তখন হইতে সেখানে বিবাদ ও বিচ্ছেদের সূত্রপাত ও দলাদলি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অতএব সাবধানতা অবলম্বন করা বিশেষ প্রয়োজন। সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন মৌলবীর কর্ণপাত না করিয়া উদার অন্তরবিশিষ্ট বর্ণিত বুযুর্গ আলেমগণের অনুসরণ করিতে অনুরোধ করি।

পুস্তকটি দ্বীনের প্রচারের জন্য সকলকে ছাপাইবার অনুমতি রহিল।

সূচীপত্র

ক্রমি.	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১	শাহ সূফী হযরত মাওলানা আবু যফর সিদ্দিকী র. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী	৫
০২	মতভেদী মাস্‌আলা সম্বন্ধে কোন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে	৭
০৩	বেদআত সম্বন্ধে বক্তব্য	৯
০৪	মীলাদের মহফিল সম্বন্ধে বক্তব্য	১০
০৫	মীলাদের সময় কিয়াম করা	১২
০৬	'ইয়ানবী সালামু আলাইকা' পড়া	১৫
০৭	মীলাদের মজলিসে বা ওয়াযের মজলিসে উচ্চশব্দে দরুদ পড়া	১৬
০৮	কোন নেক কার্যে বরাবরের জন্য দিন নির্দিষ্ট করা	১৯
০৯	নামাযে দোয়াল্লী পড়িতে হইবে, না যোয়াল্লীন	২১
১০	আখির যোহরের প্রমাণ	২২
১১	ওয়াযের প্রতি ধার্য ও নজরানা	২৫
১২	খোদা ব্যতীত অন্যের নিকট সাহায্য চাওয়া	২৬
১৩	কোন ওলীর মাযার যিয়ারতের জন্য ভ্রমণে যাওয়া	২৭
১৪	বাতেনী এলম ফরয ও মুরীদ হওয়া সম্বন্ধে বক্তব্য	২৭
১৫	বাতিনী এলমের পাঠ্য তালিকা সম্বন্ধে বক্তব্য	২৮
১৬	পীরের মুহাব্বত ও সম্মান	২৯
১৭	কদম চুম্বন ও তাজীমের জন্য দাঁড়ানো জায়েয কি না	৩০
১৮	ঝাড়-ফুঁক বা তাবিয লিখিয়া ধার্য করা	৩২
১৯	কবরের উপর গুম্বুজ করা	৩৩
২০	কবর তাল্‌কীন জায়েয	৩৫
২১	কোন স্থানের পার্শ্বে শরীফ শব্দ ব্যবহার ও বুযুর্গ ব্যক্তিকে কিবলা বা কা'বা বলা	৩৫
২২	কোন টুপি সুন্নত, গোল না দু-পাল্লা	৩৬
২৩	লম্বা গোল জামা (পিরহান) সুন্নত	৩৭
২৪	জুময়ার দ্বিতীয় আযানের বা অক্তীয়া আযানের সময় আযানের উত্তর দেওয়া ও শেষে হাত উঠাইয়া দোআ চাওয়া	৪০
২৫	ধূমপান নিষেধ	৪২
২৬	নামাযে দ্বিতীয় জামাআত	৪৩

শাহ সূফী হযরত মাওলানা আবু যফর সিদ্দিকী রহ. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম ও বংশ পরিচয়: তাঁর পূর্ণ নাম শাহ সূফী মাওলানা আবু যফর মোহাম্মাদ অজিহুদ্দীন মুস্তাফা সিদ্দিকী। উপনাম আবু যফর। বংশীয় উপাধি আস সিদ্দিকী ওয়াল কুরাইশী। তিনি ফুরফুরা শরীফের মেজলা হুজুর কিবলা পরিচয়ে সমধিক পরিচিত। তিনি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৪ জানুয়ারী ১৩১২ বাংলা সনের ২২ পৌষ শুক্রবার ভারতের পশ্চিম বাংলার হুগলী জিলার ফুরফুরা শরীফের ঐতিহাসিক পীর খান্দানে জন্মগ্রহন করেন। তিনি শায়খ হযরত মাওলানা শাহ সূফী আলহাজ্ব আবূ বকর সিদ্দিকী র.-এর দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর মাতার নাম সূফীয়া নুরজাহান খাতুন। দেড় বৎসর বয়স কালে তাঁর মাতা ইন্তেকাল করেন। মাতৃহারা এ শিশু আবু যফর পিতার একান্ত যত্নে এবং বড় আম্মাজানের মাতৃস্নেহে লালিত পালিত হন।

ইলমে শরীয়ত অর্জন: মাত্র তিন বৎসর বয়সে তাঁর পিতা নিজেই তাঁকে ইলম হাসিলের প্রথম সবক দেন এবং গৃহ শিক্ষক হিসেবে ক্বারী মাওলানা হাফিজুল্লাহকে নিযুক্ত করেন। ৬ বৎসর বয়সে তাঁর পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসায়ে ফাতেহিয়া ফুরফুরায় তাঁকে ভর্তি করা হয়। ১৬ বৎসর বয়সে সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে ফারেগ হয়ে ১৯২২ খ্রী. উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতা আলিয়ায় ভর্তি হন। সেখানে প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে তাঁর অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। ১৯২৯ খ্রী. কলকাতা মাদ্‌রাসা হতে কৃতিত্বের সাথে উচ্চতর ডিগ্রী "ফখরুল মুহাদ্দিসীন" লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি পিতার নিকট হতে বিশটি হাদীসের কিতাবের সনদ লাভ করেন। মুজাদ্দিদে জামান তাকে দুই বার প্রবলভাবে 'ইলমে লাদুনীর' ফায়েজ প্রদান করেন। ছাত্রজীবনে উলূমুল হাদীস সংক্রান্ত অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তিনিই সর্বপ্রথম উর্দূ ভাষায় জাল হাদীস বিষয়ক 'আল- মাওযুয়াত' গ্রন্থ রচনা করেন।

ইলমে তাসাউফ অর্জন: তিনি মাদরাসা শিক্ষা সমাপ্ত করে তাঁর পিতার নিকট বাই'আত গ্রহন করে ইলমে তাসাউফের তালীম গ্রহন করেন। পিতার জীবদ্দশায় তিনি তরিকতের শিক্ষা প্রদান করতেন। অর্ধশতাধিক যোগ্য ব্যক্তিকে তালিমের দায়িত্ব প্রদান করেন। তরিকত সংক্রান্ত অমূল্য গ্রন্থ 'তালিমে তরিকত' (প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা) রচনা করেন।

কর্মজীবন: তাকে জমিয়তে ওলামায়ে বাংলা-আসামের প্রস্তাবক্রমে মুজাদ্দিদে জামান আবু বকর সিদ্দিকী রহ. কর্তৃক একমাত্র মুফতীয়ে আজম বাংলা-আসাম

পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি আজীবন হকের পক্ষে বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। পিতার অনুকরণে শরীয়তের মাসয়ালা ও ফাতওয়া সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বেশি আলোচনা করার কারণে সেই যুগ হতে বাংলা-আসামের মানুষের নিকট তিনি 'ফাতওয়ার ভান্ডার' রুপে সুখ্যাতি অর্জন করেন। জটিল ও সুক্ষ্ম মাসয়ালার সমাধান (মৌখিক ও লিখিত) ক্ষেত্রে বাংলা ও আসামের মানুষ তারই বেশি প্রয়োজন অনুভব করত। শনিবারে জুমার নামাজ, পাসপোর্টে ফটো ব্যবহার, সরকারী মাদরাসায় শিক্ষাকতা করে সরকারি অর্থগ্রহন, খতম পড়ে হাদীয়া গ্রহন, প্রভৃতি জটিল মাসয়ালার সমাধানে তিনিই ছিলেন অগ্রনায়ক। ১৩৫১ হিজরী/ ১৯৩২ খ্রী. তিনি হজ্জ পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ, পশ্চিমবাংলা, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে অসংখ্য ওয়াজ মাহফিলে প্রধান মেহমান হিসাবে যোগদান করে ওয়াজ নসীহত করতেন। তাঁর ওয়াজ শুনে সারা বাংলা ভারতের মানুষ মুগ্ধ হত। শিরক, বিদ'আত এবং নানাবিধ ভন্ডামির বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন একজন সাহসী বীর মুজাহিদ। তিনি বাংলাদেশ, পশ্চিমবাংলা, আসাম প্রভৃতি এলাকায় অসংখ্য মসজিদ ও শতাধিক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ওয়াজ নসীহতের পাশাপাশি মানুষকে ইসলামের প্রকৃত আদর্শে আদর্শবান করতে অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন। তাঁর রচিত পুস্তকের সংখ্যা ৮০/৯০ টি। এই গ্রন্থগুলোর সংক্ষিপ্ত তালিকা অত্র পুস্তিকার পিছনের কভার পেজে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাদরাসা শিক্ষা সংস্কারের ডাক: প্রচলিত মাদরাসায় শিক্ষা ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত আরবি শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় দ্বীনি পুস্তকের পাঠ্যক্রমে নানা ত্রুটি থাকায় ফুরফুরার আদর্শে বেসরকারী মাদরাসা গড়ার আহ্বান জানান। তিনি নিজে পশ্চিম বঙ্গে একাধিক ফুরফুরা খারেজি মাদরাসা করেন। তার মধ্যে অন্যতম 'তেঁতুলিয়া আবু জাফরীয়া সিদ্দীকিয়া খারেজিয়া মাদরাসাকে' দাওরা হাদীস পর্যন্ত উন্নীত করেন। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশে ছারছীনা দ্বীনিয়া মাদরাসা চালু হয়। এছাড়া টাঙ্গাইলের মধুপুরে, নওগাঁর পত্মীতলায় এবং মাগুরায় তাঁর আদর্শে মাদরাসা গড়ে উঠেছে।

ইন্তেকাল: আল্লাহর এ মহান ওলি ১৪০৯ হি:/ ২৯ অক্টোবর, ২০০২ খৃষ্টাব্দ মঙ্গলবার খানকাহ শরীফে ইন্তিকাল করেন। তাঁর জানাযার নামাযে শতাব্দীর রেকর্ড সংখ্যক ২৫ লক্ষ মানুষ সমবেত হন। ফুরফুরা শরীফে তাঁর পিতার মাযারের সন্নিকটে তাঁকে দাফন করা হয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

মতভেদী মাস্আলা সম্বন্ধে কোন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে?

মতভেদী মাস্আলা সম্বন্ধে হযরত মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব (ইনি মাওলানা থানবী ও মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবদ্বয়ের পীর ছিলেন) ফায়সালায়ে হাফতে মাসায়েল (রাজ্জাকী প্রেসে মুদ্রিত) পুস্তকের ৪র্থ পৃষ্ঠায় মীলাদ ও কিয়াম সম্বন্ধে মন্তব্য স্বরূপ কি লিখিতেছেন দেখুন। (হাফতে মাসায়েল পুস্তকটি জনাব হাজী সাহেবের আদেশে থানবী সাহেবের লেখা।) ঃ-

ہر گاہ کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے اور ہر فریق کے پاس دلائل شرعی بھی ہیں : گو قوت وضعف کا فرق ہو جیسا اکثر مسائل اختلافیہ فرعیۃ میں ہوا کرتا ہے۔ پس خواص کو تو یہ چاہیے کہ جو ان کو تحقیق ہو اس پر عمل رکھیں دوسرے فریق کے ساتھ بغض وکینہ نہ رکھیں نہ نفرت وتحقیر کی نگاہ سے انکو دیکھیں نہ تفسیق وتضلیل کریں بلکہ اس اختلاف کو مثل اختلاف حنفی وشافعی کے سمجھیں اور باہم ملاقات ومکاتیب وسلام موافقت کی رسوم جاری رکھیں اور تردید ومباحثہ سے خصوصا بازاریوں ہزایانات سے کہ منصب اہل علم کے خلاف ہے پرہیز رکھیں بلکہ ایسے مسائل میں نہ فتوی لکھیں نہ مہر ودستخط کریں کہ فضول ہے

যদিও উহা মতভেদী মাসয়ালা, এ সম্বন্ধে উভয় পক্ষের (জায়েয এবং নাজায়েযকারীর) শরীয়ত সঙ্গত প্রমাণাদি রহিয়াছে। প্রভেদ এই যে, কোনটির প্রমাণ সবল আর কোনটির দুর্বল; যেরূপ অধিকাংশ মতভেদী মাস্আলা হইয়া থাকে। খাঁটি আলেমদিগের উচিত এই যে, স্বীয় তদন্ত অনুযায়ী আমল করা। বিপক্ষ দলের সহিত দুশমনী না রাখা কিংবা অবজ্ঞা ও ঘৃণার নজরে না দেখা। উহাদিগকে গুমরাহ, ফাসেক (বেদাআতী) না বলা। বরং এইরূপ মতভেদকে হানাফী ও শাফেয়ী মতভেদের ন্যায় মনে করিবে। আপোসে মুলাকাত, চিঠি-পত্র, মিল-মুহাব্বাত জারী রাখিবেন। এ বিষয়ে প্রতিবাদ, তর্ক ও বাজারে চলতি কু-প্রথা প্রয়োগ করা (যাহা আলেমদিগের জন্য অশোভনীয়) হইতে বিরত থাকিবেন। বরং এইরূপ মস্আলার জন্য ফতোয়া লিখিবেন না বা তাহাতে স্বাক্ষর ও মোহর করিবেন না, ইহা একটি ফজুল (বাজে) বিষয়।"

আরও উক্ত পুস্তকের ৮ পৃষ্ঠায় আছে-

ایک بات کہ وہ بھی بہت جگہ کارآمد ہے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عمل فاسد میں مبتلا ہو اور قرائن قویہ سے یقین ہو کہ یہ شخص اصل عمل کے ترک نہ کریگا تو اس موقع پر نہ تو اصل عمل کے ترک کرنے پر اسکو مجبور کی کہ بجز فساد وعناد کے کوئی ثمرہ نہیں نہ اسکو بالکل مہمل مطلق العنان چھوڑدے کہ شفقت اور اخوت اسلامی کے خلاف ہے بلکہ اصل عمل کی اجازت دیکر اسمیں جو خرابی ہو اسکو اصلاح کردیں کہ اسمیں امید قبول اغلب ہے اللہ تعالی فرماتا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة-

"একটি কথা, ইহা অনেক ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী হয় ও মনে রাখিবার উপযুক্ত। উহা এই যে, যদি কেহ কোন (ভাল) কার্যকে দূষিত করিয়া উহাতে লিপ্ত হয়, হাবভাব ও লক্ষণে বিশ্বাস হয় যে, মূল কার্যটি সে ত্যাগ করিবে না, এমতাবস্থায় মূল কার্যটিকে

ত্যাগ করাইবার জন্য জোর করিবেন না। ইহাতে ফাসাদ ও দুশমনী ব্যতীত কোনই ফল হইবে না এবং এ ব্যক্তির লাগাম ছাড়িয়া দেওয়াও চলিবে না। যাহা দয়া ও মুসলিম ভ্রাতৃত্বের বিপরীত হয় বরং মূল কার্যটির অনুমতি দিয়া ইহাতে যে দোষ ত্রুটি আছে তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন। ইহাতে তাহার মানিয়া লইবার আশা বেশী করা যায়। আল্লাহতাআলা বলেন তোমরা মানুষকে আল্লাহর রাস্তায় হেকমতের সহিত এবং ভাল ওয়াযের দ্বারা ডাক।"

মাওলানা থানবী সাহেব 'তাকাশ্‌শুফ' কিতাবের (হজরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেবের কথা উল্লেখ করতঃ) ১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেনঃ–

کسی اختلافی مسئلہ میں غلط شق کو اختیار کرنا ولایت وکرامت میں قادح نہیں ہے۔

(কোন ওলী) "কোন মতভেদী মাস্‌আলায় ভ্রান্তের দিকটি অবলম্বন করায় ইহাতে (তাঁহার) ওলী হওয়ায় ও কারামত প্রকাশ পাওয়ায় (কোন) দোষনীয় হইবে না।" (অর্থাৎ তিনিও ওলী হইতে পারেন।)

আরও মাওলানা থানবী সাহেবের 'আত্তাকাশ্‌শুফ' পুস্তকের ২য় খণ্ডে ৫ম পৃষ্ঠার মর্ম দ্বারা বুঝা যায়ঃ- حديث اختلاف امتى رحمة

"হযরত (দঃ) বলেন, আমার উম্মতের (মধ্যে) মতভেদ রহমত হইতেছে।" ইহাকে ইমাম বায়হাকী রিসালা আশয়ারীত তায়লীকানে এভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এই হাদীসটি উদ্ধৃত করিবার পর লিখিতেছেনঃ–

(اہل فتاوی حلت و حرمت میں اختلاف کرتے ہیں) اہل فتاوی کے اختلاف کا رحمت ہونے کا رازیہ ہے کہ امت پر وسعت ہو جاے۔

সারমর্ম ঃ "এখানে 'অসয়াতে শরিয়ত' অনুযায়ী মর্ম এই যে, মতভেদকে রহমত বলা হয়। ইহার নিগুঢ় তত্ত্ব এই যে, মতভেদের সময় যে কোন মতের প্রতি আমল করিলে কোন দোষ হইবে না।" (তবে মতভেদী মাস্‌আলাটি দেশ চলিত হইলে সেইমত কার্য করা প্রয়োজন নচেৎ দলাদলি ও ফাসাদের আশংকা আছে।)

মাওলানা থানবী সাহেবের 'বাওয়াদেরুন নাওয়াদের' পুস্তকে ৬৭৩ পৃষ্ঠায় আছেঃ–

من حديث الليث بن سعد عن يحى بن سعيد قال اهل العلم توسعة ومابرح المفتون يختلفون فيحل هذا ويحرم هذا فلا يعيب هذا على هذا۔

"লায়েস বিন সায়াদ এহিয়া বিন সঈদ (আনসারী) হইতে বর্ণিত- তিনি বলিয়াছেন, বিদ্বানগণ উদারপন্থী ছিলেন, মুফতীগণ মতভেদ করিতেন, একজন কোন এক বস্তুকে হালাল বলিতেন, অপরজন উহাকে হারাম বলিতেন। ইহাতে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির উপর কোন প্রকার দোষারোপ করিতেন না।"

আল্লামা তাফতাযানী 'শারহুল মাকাসেদ' পুস্তকের ২৭১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেনঃ–

والمحققون من الفريقين (الماتريدية والاشعرية) لا ينسبون أحدهما إلى البدعة والضلالة خلافا للمبطلين المتعصبين حتى ربما جعلوا الاختلاف في الفروع أيضا بدعة وضلالة

(মতভেদী মাসআলার বিষয়ে) "হানাফী মাতুরিদী ও আশায়ারীদিগের বিচক্ষণ আলেমগণ একে অন্যকে গুমরাহ ও বেদআতী বলিয়া অভিহিত করেন নাই। পক্ষান্তরে বাতিল মতাবলম্বী (হিংসুকগণ) অনেক সময় জুযয়ী মতভেদী বিষয়কে মন্দ বেদআত ও গুমরাহী বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

চারি ইমামের মধ্যে বহু বিষয়ে মতভেদ ছিল ইহা সত্ত্বেও তাঁহারা একে অন্যের প্রতি প্রশংসা ও মুহাব্বাত করিতেন।

বেদআত সম্বন্ধে বক্তব্য

মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী সাহেব 'ফাতাওয়ায়ে রশিদীয়া' কিতাবের ৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়েছেনঃ–

بدعت کوئی حسنہ نہیں اور جس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں وہ سنت ہی ہے مگر اصطلاح کا فرق ہے مطلب سب کا واحد ہے۔

"বেদায়াত কোন 'হাসানা' হয় না, যাকে হাসানা বলা হয়, তাহাই সুন্নত নামে অভিহিত। ইহা কেবল 'এসতেলাহের' প্রভেদ মাত্র, কিন্তু উভয়ের মর্ম একই।"

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব (রহ.) 'বাওয়াদেরুন নাওয়াদের' কিতাবে ৬৭৭ পৃষ্ঠায়, রাদ্দুল মুহতার, দুররুল মুখতার ও বাদায়ে ইত্যাদি মাস্আলার কিতাব হইতে নামাজে মুখে নিয়ত করা সম্বন্ধে বিস্তারিত এবারত উদ্ধৃত করার পর লিখিতেছেন, (সারমর্ম)। সুন্নাত চার প্রকার হইবে। যথা ঃ–

১। যাহা হযরত নবী করিম (দঃ) হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।
২। যাহা হযরত নবী করিম (দঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীন হইতে উদ্ধৃত (বর্ণিত) হইয়াছে।
৩। যাহা হযরত নবী করিম (দঃ), সাহাবা বা তাবিঈনগণ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।
৪। যাহা আমাদের (হানাফী মাজহাবের) আলেমগণ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

তিনি চতুর্থ প্রকার সুন্নত সম্বন্ধে লিখিতেছেনঃ–

منقول عن علمائنا كمافى عبارة او سنة علمائنا فى تفسير السنة و فى عبارة انه طريقة لهم اى العلماء-

(সারমর্ম) "যাহা আমাদের আলেমগণ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। যেমন (বর্ণিত ফিকাহের এবারতের) বর্ণনায় বুঝা যায়; কিংবা 'সুন্নাতে ওলামায়েনার' সুন্নত শব্দে বিস্তারিত বর্ণনায় বুঝা যায়। উহা আলেমদিগের (উত্তম) তরীকা হইবে।" তারপর লিখিতেছেন, উক্ত সুন্নতগুলির মুকাবেলায় উহার বিপরীত বেদআতও চারি প্রকার হইবে।

১। যাহা হযরত নবী (দঃ) হইতে উদ্ধৃত হয় নাই। ২। যাহা হযরত নবী (দঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন হইতে উদ্ধৃত হয় নাই। ৩। যাহা নবী (দঃ), সাহাবা এবং তাবেইনগণ হইতে উদ্ধৃত হয় নাই। ৪। যাহা আলেমগণ হইতে উদ্ধৃত হয় নাই। এইগুলি বেদআতে সাইয়েয়া হইবে। অর্থাৎ মন্দ বেদআত হইবে।

তিনি অবশেষে লিখিয়াছেনঃ-

یہ تعدد محض ظاہری ہے ورنہ حقیقت میں سنت کے معنی ہی الطریقة المسلوکة فی الدین کما ھو مذکور بعد العبارۃ الاولی باسطر یہ سب معانی سنت کو شامل ہے۔

"এইরূপভাবে সুন্নাতকে বিভাগ করা কেবল বাহ্যিক মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সুন্নাতের অর্থ হইল, যে ভাল তরীকা দ্বীনের মধ্যে প্রচলিত করা হইয়াছে, ইহাকেই সুন্নত বলা হয়। যাহা বর্ণিত এবারতের কয়েক ছত্রের পর লিখিত আছে। সুন্নাতের এইরূপ বর্ণনায় উক্ত প্রকারের সুন্নাতগুলি একই পর্যায়ভুক্ত হইবে।" এইহেতু আলেমগণও যে সমস্ত ভাল তরীকা দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়ে বাহির করিবেন তাহাও শরীআত অনুযায়ী সুন্নাতের মধ্যে গণ্য হইবে। ইহাকে অনেকেই বেদআতে হাসানা বলিয়া থাকেন।

মীলাদের মহফিল সম্বন্ধে বক্তব্য

মাওলানা থানবী ও মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী সাহেবদ্বয়ের পীর মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ (রহ:) সাহেব বিজ্ঞ আলেম ও ওলী ছিলেন। কতক নির্বোধ দেওবন্দী মৌলবী বলিয়া থাকে, হাজী সাহেব তেমন আলেম ছিলেন না, কেবল সুফী ছিলেন। ইহাদের উত্তরে বলিতে চাই, যখন বড় বড় বিচক্ষণ আলেমগণ তাঁহার মুরীদ ছিলেন, তখন তাঁহাকে কেবল সূফী বলা মূর্খতা ছাড়া আর কি? মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী তাঁহার রচিত 'ইমদাদুস সুলুক' নামক পুস্তকে তাঁহাকে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করিয়া লিখিতেছেন, مخزن الحقائق ومجمع الدقائق এইরূপ প্রশংসাসূচক শব্দ কেবল আলেমের প্রতিই প্রয়োগ হইয়া থাকে। মাওলানা থানবী সাহেবের সংগৃহীত মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেবের মলফুজাত 'ইমদাদুল মুশতাক' নামক পুস্তকের ১০ পৃষ্ঠায় আছেঃ–

ایک شخص نے راس الاذکیا مولوی محمد قاسم نانوتوی سے پوچھا کہ حضرت مخدوم عالم حاجی امداد اللہ صاحب عالم بھی ہیں۔ اسکے جواب میں فرمایا کہ عالم ہونا کیا معنی اللہ نے ان کی ذات پاک کو عالمگر فرمایا۔

একদা কোন এক ব্যক্তি মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম সাহেব নানুতুবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হযরত মখদুমে আলম হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব আলেম ছিলেন কি না? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আলেম হওয়ার কি অর্থ হয় তাহাকে খোদাপাক আলেম তৈয়ারকারী বলিয়াছেন।"

এখন আমি উক্ত হযরত হাজি সাহেবের 'ফায়সালায়ে হাফ্‌তে মাসায়েল' পুস্তকের ৪র্থ পৃষ্ঠায় লিখিত একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:-

مشرب فقیر کا یہ ہے محفل مولود شریف میں شریک ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھکر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف ولذت پاتا ہوں۔

"ফকিরের (আমার) মত এই যে, আমি মৌলুদ শরীফের মহফিলে শরীক হই। আর ইহাকে বরকতের কারণ মনে করিয়া প্রত্যেক বৎসর অনুষ্ঠান করিয়া থাকি এবং কিয়াম করার সময় খুবই স্বাদ ও আনন্দ উপভোগ করি।"

মাওলানা থানবী সাহেব 'ইমদাদুল মুশতাক' পুস্তকে লিখিতেছেন, (হাজী সাহেব বলেন) :-

ہمارے علماء مولود شریف میں بہت تنازع کرتے ہیں تک اہم علماء جواز کیطرف گہ ہین جب صورت جواز کی موجود ہے پھر کیوں ایسے تشدد کرتے ہیں ہمارے واسطے اتباع حرمیں کافی ہے البتہ وقت قیام اعتقاد تولد کا نہ کرنا چاہیے۔

"আমাদের আলেমগণ মীলাদ শরীফ বিষয় লইয়া খুব ঝগড়া বিবাদ করিয়া থাকেন, কিন্তু যখন উহাতে জায়েযের কারণ বর্তমান আছে তখন এত কড়াকড়ি করেন কেন? আমাদের জন্য মক্কা ও মদীনা শরীফের তাবেদারী করাই যথেষ্ঠ হইবে। (কারণ তাঁহারা সেখানকার আলেমদিগের যুক্তি লইয়া মীলাদ ও কিয়াম করিতেন) অবশ্য কিয়াম করার সময় এইরূপ এতেক্বাদ করা যে, তিনি এখনই জন্মগ্রহন করিতেছেন, এইরূপ না করা চাই।"(আমাদের দেশে কোন নির্বোধও এইরূপ বিশ্বাস করে না।) মাওলানা খলিল আহ্মদ সাহেবের লিখিত 'আকায়েদে ওলামায়ে দেওবন্দ' নামক পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠায় আছে :-

ہم ذکر ولادت شریف کے منکر نہیں بلکہ ان ناجائز امور کے منکر ہیں جو اس کے ساتھ مل گئے ہیں جیسا کہ ہندوستان کے مولود کی مجلسوں میں اپ نے خود دیکھا ہے کہ واہیات وموضوع روایات بیان ہوتی ہیں مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے-----------

"আমরা (মীলাদের মজলিসে) হযরত (দঃ)- এর পয়দাএশের বর্ণনাকে অস্বীকার করি না বরং উহাতে যে সমস্ত নাজায়েয বস্তু মিশ্রিত হইয়াছে উহাকেই অস্বীকার করিয়া থাকি, যেমন হিন্দুস্থানের মীলাদের মজলিসে আপনি নিজেই দেখেছেন বাজে ও মিথ্যা রেওয়ায়াত সমূহ বর্ণনা করা হইয়া থাকে। তথায় স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সমাগম হইয়া থাকে।" উহার কয়েক ছত্র পর তিনি লিখিয়াছেন:-

اگر کوئی مجلس مولود منکرات سے خالی ہو توحاشا کہ ہم یوں کبھی ذکر ولادت شریف ناجائز اور بدعت ہے ایسے قول شنیع کا کسی مسلمان کی طرف کیونکر گمان ہو سکتا ہے۔

হ্যাঁ "যদি কোন মীলাদের মজলিস মন্দ উপসর্গ বর্জিত হয়, তবে আমরা একথা কি কখনও বলিতে পারি যে, বেলাদাত শরীফের বর্ণনা নাজায়েয এবং বেদআত ? এইরূপ মন্দ কথা, কোন মুসলমানের প্রতি কি প্রকারে ধারণা করা যাইতে পারে?"

মন্দ উপসর্গ মিশ্রিত মীলাদ যথা–মিথ্যা ঘটনা, মিথ্যা কেচ্ছা, গানের সুরে গজল পড়া, বাজে খরচ করা, গান–বাজনা সহকারে মীলাদ পড়া, ফাসেক ব্যক্তির দ্বারা মীলাদ পড়ান, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের একসঙ্গে সমাগম, **হযরত (দঃ) এখনই পয়দা হইতেছেন ধারণা করা এবং হযরত (দঃ) এর রুহ মুবারক প্রত্যেক মজলিসে হাযির হওয়া ধারনা করা** ইত্যাদি আমরাও উহাকে সরাসরি নাযায়েজ বলিয়া থাকি। আবহমান কাল হইতে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও বাংলাদেশের বিজ্ঞ আলেম ও এখানকার বুযুর্গানে দ্বীন সর্বস্থানে মন্দ উপসর্গ বর্জিত নির্দোষ মীলাদ মহফিলের অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন। তাই বলি, এখানকার মীলাদের মহফিলগুলিকে হিন্দুস্থানের মীলাদের মহফিলের সহিত তুলনা করা মারাত্মক ভুল হইবে।

একশ্রেণীর একগুঁয়ে দেওবন্দী মৌলবী আছে তাহাদিগকে হাজার বুঝাইলেও তাহারা ইহা মানিবে না। নাম ফলাইবার জন্য প্রথমত: তাহারাই দেশে দলাদলির বীজ বপন করিয়া সমাজকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দিতেছে। তাহারা সরাসরি মীলাদ ও কিয়াম উভয়কে নাজায়েয বলিয়া থাকে। অতএব সাবধান।

মীলাদের সময় কিয়াম করা

প্রিয় পাঠক! পূবেই বর্ণিত হইয়াছে হযরত মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেবের 'ফায়সালায়ে হাফতে মাসায়েল' পুস্তকে লিখিত আছে, আমি নিজে মীলাদের মহফিল অনুষ্ঠান করি এবং কিয়াম করার সময় খুবই স্বাদ ও আনন্দ উপভোগ করি।" এখানে وجد এর (ভাবাবেগের) কোন কথা নাই।

'শিফাউস সুদুর' কিতাবের ১০ পৃষ্ঠায় মাওলানা ফাইযুল হাসান সাহারানপুরী (ইনি হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ (রহ.) সাহেবের খলিফা ছিলেন) সাহেব

লিখিতেছেন:-

من جاء مجلس الميلاد فله يقوم ان قاموا والا فلا هكذا يقول المولوى احمد على سهارانفورى المحدث المرحوم تبعا لاستاذه الشيخ المولانا اسحق المغفور-

"যে ব্যক্তি মীলাদের মহফিলে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার জন্য কর্তব্য যখন মজলিসের লোকেরা কিয়াম করেন তখন তিনিও যেন কিয়াম করেন এবং তাঁহারা যখন বসিয়া থাকেন, তিনিও যেন বসিয়া থাকেন। এইরূপ মাওলানা আহমাদ আলী সাহারানপুরী মরহুম বলিতেন ও মাওলানা এসহাক (দেহলবীও) এইরূপ মত পোষণ করিতেন।"

মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী সাহেবের 'মাকতুবাতে শায়খুল ইসলাম' ১ম খন্ড ২৩০ পৃষ্ঠার টিকায় তাঁহার জনৈক ভক্ত মাওলানা হায়দারী (ফাজেল দেওবন্দ) সাহেব লিখিতেছেন:-

অনুবাদ- "সহী এবনে হিব্বানের হাদীসে আছে, ভ্রমণকারী ফেরেস্তাগণ হযরতের (দ:) উম্মতগণের দ্বারা বুঝা যায় হযরত (দ:) স্বয়ং সালামের উত্তরও দিয়া থাকেন"

বর্ণিত দুইটি হাদিস উদ্ধৃত করিবার পর তিনি লিখিতেছেন :-

عرض یہ ہے کہ مواجہ رسول میں سلام پڑھا جائے یا قرب یا بعد مقام سے سلام پڑھا جائے تو حضرت تک پہنچتا ہے ان دونوں حدیثوں میں مقام قرب و بعد مواقع سلام کی کوئی تخصیص نہیں ہے یعنی ہر مقام سے پہنچتا ہے اور جب چاہے سلام بھیجنے والا بھیج سکتا ہے قیام وقعود کی بھی کوئی قید نہیں ہے پھر اگر بوقت تذکرہ ذکر ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرکے سلام پڑھنے والا سلام پڑھیں تواسمیں کیا نقص ہے ؟ (حیدری)

সারমর্ম– "আরয এই যে, হযরত (দঃ)- এর মাযার শরীফের সম্মুখে সালাম পড়া, তাহা দূর হইতে বা নিকট হইতে হউক উহা হযরত (দঃ)-এর নিকট পৌছিঁয়া থাকে। (পূর্বে বর্ণিত) দুইটি সহীহ্ হাদীসের মর্মে দূর বা নিকট বলিয়া নির্দিষ্ট কোন কথা নাই। (অর্থাৎ সর্বস্থান হইতে তাঁহার নিকট সালাম পৌছিঁয়া থাকে)। সালাম পাঠকারী স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী সালাম পৌছাঁইতে পারে এখানে (হাদীসদ্বয়ে) দাঁড়ানো- বসার কোন শর্ত নাই। এখন যদি হযরত (দঃ) এর পয়দাএশের বর্ণনার সময় দাঁড়াইয়া সালাম পাঠকারী সালাম পাঠ করে ইহাতে কি দোষ হইবে?" (অর্থাৎ কোন দোষ হইবে না)

থানবী সাহেবের লিখিত 'ইমদাদুল মুশতাক' কিতাবে ৮৮ পৃষ্টায় আছে, হযরত হাজী সাহেব বলিতেছেন:-

ایسے امور سے انکار کرنا خیر کثیر سے باز رکھنا ہے جیسے قیام مولود شریف اگر بوجہ آنے نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص تعظیما قیام کرے تو اسمیں کیا خرابی ہے جب کوئی آتا ہے لوگ اسکی تعظیم کے واسطے کھڑی ہو جاتی ہیں اگر سردار دو عالم (روحی فداہ) کی اسم گرامی کی تعظیم کی گئ تو کیا گناہ ہوا ؟

ভাবার্থঃ- এই সৎকার্যগুলিকে অস্বীকার করার অর্থ অতি নেক কার্যসমূহ হইতে মানুষকে বিরত রাখা। যেমন, মীলাদ শরীফের কিয়ামের সময় হযরত (দঃ) এর নাম আসায় কেহ যদি তাঁহার সম্মানে কিয়াম করেন তাহাতে কি দোষ হইবে? যখন কোন সম্মানী ব্যক্তি হাযির হন, লোকেরা তাঁহার সম্মানে দাঁড়াইয়া পড়ে, আর দোজাহানের সরদার **মহানবীর বুযুর্গ নামের তাজিম ও সম্মান করিলে কি গুনাহ হইবে?** আরও মাওলানা থানবী সাহেবের ওয়ায "জিকরে রসূল" যাহা ধারাবাহিক 'আত্তাবলীগ' নামক পুস্তকে প্রকাশিত, তাহার ৩৮ পৃষ্ঠায় আছেঃ-

اسطرح ہم قیام کو منع نہیں کرتے مگر کہیں تو ذکر ولادت کے وقت کھڑے ہو جائے کبھی رضاعت کے بیان میں کبھی معراج کے ذکر میں علی ہذا بعض محفل میں تین چار دفعہ کھڑے ہو جاو اگر اسطرح رکھو تو کون شخص منع کرے۔

মাওলানা থানবী সাহেবের বর্ণিত উক্তির দ্বারা বেশ পরিস্কার হইয়া গেল, মীলাদের কিয়াম বেদআত নহে। কোন সময় পয়দাএশের বর্ণনায়, কোন সময় **রিযায়াতের বয়ানে,** কোন সময় মিরাজের বর্ণনায় বা কোন ওয়াযের মহফিলে ৩/৪ বার কিয়াম করিবে। এইরূপ করাকে কে নিষেধ করিবে? (অর্থাৎ) কেহ নিষেধ করিবে না। থানবী সাহেবের মতে কেবল পয়দাএশের ঘটনা শ্রবণে কিয়াম করিতে হইবে এই নির্দিষ্ট করা চলিবে না। **রিযায়াতের ও মিরাজের** ঘটনা শ্রবণেও কিয়াম করিতে হইবে। তাহা হইলে 'খাস' ভাব থাকিবে না। (মোট কথা) তিনি যে কিয়ামের পক্ষপাতী ছিলেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এখন যাহারা বলেন, কিয়াম করা হযরত (দঃ), সাহাবা, ইমাম ও অতীতকালের- পীরান পীরদিগের কালে ছিল না, সরাসরি নাজায়েয বেদআত এবং উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, এক্ষণে বর্ণিত উক্তি অনুযায়ী তাহারা মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। যদি

উহার অস্তিত্বই না থাকিবে তাহা হইলে পূর্ববর্ণিত বিচক্ষণ আলেমগণ উহাকে স্বীকার করিবেন কেন? আসাম, বাংলা ও বাংলাদেশের ওয়াযের মহফিলগুলিতে কখনো প্রথমে আবার কখনো মাঝখানে এবং হযরত (দ:)- এর পয়দাএদেশের কথা শ্রবণে তাজীমের কিয়াম করা হয়, আবার কেবল দরূদ-সালাম পাঠের জন্যও দাঁড়ানো হয়–উহা কাহারও অবিদিত নহে।

এখন কিয়াম বিরোধী মৌলবীদিগের উচিত তাঁহাদের আকাবের পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজের মাক্কী এবং থানবী সাহেবের কথা অনুযায়ী কিয়াম করা। কিন্তু ইহারা জিদের বশীভূত হইয়া উহাকে যে একেবারেই ত্যাগ করিয়া থাকে, ইহা ঠিক নহে।

পরে বর্ণিত ওরসের বিষয়ে লিখিত প্রমাণের দ্বারা বুঝা যাইবে, মাওলানা থানবী সাহেব, মুবাহ মুসলিহাত হিসাবে ওরসের দিন নির্দিষ্ট করা যায়েজ বলিয়াছেন। আমাদের মতে, যদি ওরসের সময়, দিন নির্দিষ্ট জায়েয হয়, তবে হযরত (দ:)-এর পয়দাএশের বর্ণনার (নির্দিষ্ট) সময়ে কিয়াম জায়েয হইবে না কেন? দিনের অংশের নাম সময় হয়, যদি নির্দিষ্ট দিন জায়েয হয় তবে নির্দিষ্ট সময় জায়েয হইবে না কেন? "অবশ্য উহাকে ফরয ওয়াজেব ধারনা করা বা হযরতের রূহ মুবারক হাযির হইতেছেন ধারণা করা ইত্যাদি নাজায়েয হইবে।" কিন্তু হযরতের জিকরে বিলাদতের অর্থ্যাৎ পয়দাএশের বর্ণনা শ্রবণে তাজীমের কিয়াম করায় কোন দোষ হইবে না। মুস্তাহাবকে মুস্তাহাবের নিয়তে (কোন কার্য) সর্বদা করিলে সওয়াব হইবে। "বুখারীর হাদীসে আছে, খোদা পাকের নিকট ঐ আমলসমূহ অতি প্রিয় যাহা সর্বদা করা হয় যদিও উহা অল্প হয়।" কাজেই মীলাদের শেষে সর্বদা কিয়াম করিলে সওয়াব হইবে।

এখানে মুসলেহাত এই যে, হযরত নবী (দ:)-এর পয়দাএশের দিনকে মুসলমানগণ খুবই আনন্দ ও গভীর ভালবাসার নজরে দেখিয়া থাকেন, ঐ দিনে ওয়ায-নসীহত, তদসহ মীলাদ-কিয়াম, দান-খয়রাত ইত্যাদি করা হইয়া থাকে। অতীত কালের জগৎ বিখ্যাত মুহাদ্দেস মুফাসসের ও বিজ্ঞ আলেমগণও মীলাদ-কিয়াম করিয়া গিয়াছেন (এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে ইচ্ছা করিলে 'মীলাদে কিয়াম' এবং 'কিয়ামুল্ মীলাদ' পুস্তকদ্বয় পাঠ করুন।)

হযরত হাজী ইমদাদুল্লা মুহাজেরে মাক্কী (রহ.) 'ফায়সালায়ে হাফতে মাসায়েল' কিতাবের ৫ম পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন:-

نفس ایصال ثواب ارواح اموات میں کسیکو کلام نہیں اس میں تخصیص کو موقوف علیہ ثواب کا سمجھنے یا واجب وفرض اعتقاد کرے تو ممنوع ہے اور اگر یہ اعتقاد نہیں بلکہ کوئی مصلحت باعث ہیئت کذائیہ ہے تو کچھ حرج نہیں جیسا کہ مصلحت نماز میں سورہ خاص متعین کرنے کو فقہائے محققیں جائز رکھا ہے اور تہجد میں اکثر مشائخ کا معمول ہے۔

সারমর্ম– ইহা দ্বারা সাব্যস্ত হয়, খাস করিয়া ধার্য্য তারিখটিকে ফরয ও ওয়াজেব কার্য্য বলিয়া ধারণা করা- ইহা নিষিদ্ধ। (আমাদের দেশে কেহ এইরূপ ধারণা করে না।)

যদি এইরূপ এ'তেকাদ না করিয়া মুসলেহাত উদ্দেশ্যে উহা করে যেমন আজকাল যে ধরনের মজলিস হইয়া থাকে উহাতে কোন দোষ হইবে না।

প্রকাশ থাকে যে, তিনি আরও বলিয়াছেন,"কোন নফল নামাজে সূরা নির্দিষ্ট করিয়া পড়া যাহাকে বিচক্ষণ ফকিহ্গণ জায়েয বলিয়াছেন এবং তাহাজ্জুদের নামাজেরও অধিকাংশ বুযুর্গগণের ঐরূপ পড়ার অভ্যাস ছিল।

'ইয়া নবী সালামু আলায়কা' পড়া

মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী সাহেব তাঁহার 'শিহাবুস সাকেব' কিতাবে ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন :-

لفظ یا رسول اللہ علیہ السلام اگر بلا لحاظ معنی اسطرح نکلا ہے۔ جیسے لوگ بوقت مصیبت و تکلیف ماں اور باپ کو پکارتے ہیں تو بلا شک جائز ہے علی ہذا القیاس اگر بلحاظ معنی درود شریف کے ضمن میں کہا جاویگا تو بھی جائز ہوگا اگر کسی سے غلبہ محبت وشدت وجد توفر عشق میں (یا رسول اللہ) نکلا ہے تب بھی جائز ہے۔

"যদি কেহ 'ইয়া রসুলুল্লাহ' শব্দ কোন অর্থের দিকে খিয়াল না করিয়া এমনি ভাবে বাহির করে, যেমন লোকেরা বিপদ ও কষ্টের সময় 'ও-মা! ও-বাপ!' বলিয়া ডাকে, ইহা নিঃসন্দেহে জায়েয হইবে। (এইরূপ) যদি কেহ প্রবল মুহাব্বত ও অতিরিক্ত এশকে এরূপভাবে ডাকে তবুও জায়েয হইবে।" আরও উক্ত পুস্তকের উক্ত পৃষ্ঠায় الصلوة السلام علیک یا رسول اللہ সম্বন্ধে লিখিতেছেন:-

حالانکہ ہمارے مقدس بزرگاں دین اس صورت اور جملہ صورت درود شریف کو اگرچہ بصیغۂ خطاب ندا کیوں نہ ہوں مستحب و مستحسن جانتے ہیں اور اپنے متعلقین کو اس کا امر کرتے ہیں۔

"এমতাবস্থায় আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন এইরূপ ভাবে পড়া এবং অন্য সমস্ত দরূদ শরীফ পড়া যদিও তাহাতে সম্বন্ধ সূচক বাক্য রহিয়াছে তবুও তাঁহারা উহাকে মুস্তাহাব বা মুস্তাহসান জানিতেন এবং নিজেদের সংশ্রবে থাকা ব্যক্তিদিগকে উহা পড়িবার আদেশ দিতেন।"

মাওলানা থানবী সাহেবের সংগৃহীত হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেবের মল্‌ফুজাত 'ইমদাদুল মুশতাক' পুস্তকের ৫৯ পৃষ্ঠায় আছে, হাজী সাহেব বলিতেছেন:-

فرمایا کہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بصیغہ خطاب میں بعض لوگ کلام کرتے ہیں یہ اتصال معنوی پر مبنی ہے لہ الخلق والامر عالم امر مقید بجہت و طرف وقرب وبعد و غیرہ نہیں ہیں پس اسکے جواز میں شک نہیں۔

মীলাদের মজলিসে বা ওয়াযের মজলিসে উচ্চ শব্দে দরুদ পড়া বা জিকর করা

মীলাদ বা ওয়াযের মজলিসে উচ্চ শব্দে দরুদ পড়া সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, তিরমিজী শরীফ হইতে উদ্ধৃত ফিক্‌হুস্ সুনান অল্ আসার কিতাবের ৩৭৭ পৃষ্ঠায় আছে :-

ভাবার্থ:- হযরত নবী (দ:) বলিয়াছেন, "যখন কোন দল এইরূপ কোন মজলিসে উপস্থিত হয়, সেখানে আল্লাহ তাআলার জিকর এবং হযরত নবী (দ:) এর প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ না করা হয় এমতাবস্থায় ঐ দলের জন্য অমঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। খোদা তাআলা ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে আজাব দিবেন অথবা মাফ করিবেন।

কাজীখানে আছে:- العالم اذا قال فى المجلس صلوا عليه وسلموا فانه يثاب على ذلك

"যদি কোন আলেম মজলিসে দরূদ ও সালাম পাঠ করিতে বলেন, ইহাতে তিনি সওয়াব পাইবেন।" শামী ১/১৮৩ পৃষ্ঠায় আছে।"

কতকগুলি স্থানে দরূদ পাঠ মুস্তাহাব; তন্মধ্যে ওয়াযের সময় ও দ্বীনের এলম প্রচারের সময়।

নুজহাতুল মাজালেস ২য় খন্ড ৯৪ পৃষ্ঠায় আছে, 'মৌরেদুল আযাব' নামক পুস্তকের লেখক বলেন, বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা নববীর লিখিত 'আযকার' কিতাবে আমি দেখিয়াছি যে, হযরত নবী (দ:) এর প্রতি উচ্চ শব্দে দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব।' (ইমাম আবু বকর খাতিব বোগদাদীও ইহাকে লিখিত ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন)

নুজহাতুল মাজালেস ২/৮৮ পৃষ্ঠায় আছে :-

وفى الروضة اذا قال الخطيب (الواعظ) ان الله و ملائكته يصلون على النبى الاية فلا لسامعين يرفعوا اصواتهم بالصلوة على النبى صلى الله عليه وسلم-

রওজা কিতাবে আছে যখন ওয়ায়েয (উপদেষ্টা) কোরআনের এই আয়াত :-

ان الله وملائكته يصلون على النبى الاية-

পড়িয়া থাকে তখন শ্রোতাগণকে উচ্চস্বরে হযরতের প্রতি দরূদ পড়িতে হইবে।" দরূদ শরীফও জিকরের অন্তর্ভুক্ত। তরীকতের পীরগণ উহাকে উত্তম জিকর বলিয়া গণ্য করেন। কাজেই উচ্চ শব্দে জিকর করা জায়েয। যে সমস্ত হাদিসে উচ্চ শব্দে জিকির নিষিদ্ধ হইয়াছে, উহার অর্থ অতি উচ্চস্বরে জিক্‌র করা।

কুরআন শরীফে 'দুনাল্ জাহরের' অর্থ অতি উচ্চ শব্দে জিক্‌র, যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। তফসীরে রুহুল মাআ'নি ৯/১৪৫ পৃষ্ঠা ও তফসীরে রুহুল বয়ান ১/৪০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মোট কথা- উচ্চ শব্দে ও ধীরে জিক্‌র সম্বন্ধে হাদীস ও ফিকাহর কিতাবে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, সহী হাদীসে আছে-যাহারা দলবদ্ধ ভাবে জিক্‌র করে, খোদাপাকও ফেরেস্তাদিগকে লইয়া দলবদ্ধভাবে তাহাদের জিক্‌র করেন, আরও হাদীসে

আছে, হযরত নবী (দঃ) যখন নামাজে সালাম ফিরাতেন পরে উচ্চ শব্দে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারিকালাহু' (শেষ পর্যন্ত) পড়িতেন। (মুসলিম শরীফ দ্রষ্টব্য)

আরও হাদিসে আছে, হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, লোকেরা ফরয নামাজ পড়িয়া চলিয়া যাইবার সময় উচ্চ শব্দে জিক্‌র করিতেন। এইরূপ জিকর হযরত (দঃ) এর কালে প্রচলিত ছিল। (বুখারী শরীফ দ্রষ্টব্য)

قوله تعالى- ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه الاية

"তাহা হইতে কে (বেশী) অত্যাচারী–যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদে আল্লাহর নামের জিকর করিতে নিষেধ করিয়া থাকে।"

এখানে আয়াতে 'জিকর' শব্দ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইবে। কাজেই উচ্চ শব্দে বা ধীর শব্দে উভয় জিকরই মসজিদে করিতে পারিবে।

আর যাহারা ধীরভাবে জিকর করিতে বলেন, তাহাদের প্রমাণ এই যে–হাদীসে আছে, হযরত আবু মূসা আশয়ারী বলেন, আমরা হযরতের সহিত সফরে সঙ্গী ছিলাম; সাহাবাগণ অতি উচ্চ শব্দ করিয়া তকবীর দেওয়ায় হযরত নবী (দঃ) বলিলেন :-

اربعوا انفسكم الحديث

"তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হও। তোমাদের খোদা বধির ও অনুপস্থিত নহেন।" ইহার দ্বারা ধীর শব্দে জিকর করার প্রমাণ হয়। কিন্তু হাদীসটির ঐরূপ মর্ম হইবে না। মোল্লা আলী কারী 'হেরজ সামীন' পুস্তকে লিখিয়াছেন:-

ممن رفعوا اصواتهم وجه المبالغة اربعوا

অর্থাৎ তাঁহারা অতিরঞ্জিত ভাবে চিৎকার করিয়া তকবীর দিতেছিলেন।

মোট কথা– জায়েয ও নাজায়েযকারী উভয়েরই প্রমাণ থাকায় আলেমগণ উহার সমাধান ইহাই স্থির করিয়াছেন, যাহা নিম্নের উক্তি সমূহের দ্বারা পরিস্কার হইয়া যাইবে।

অন্যের নামাজে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও উচ্চ শব্দে জিকর করা জায়েয কিনা এই ধরণের একটি প্রশ্ন করায় ইহার উত্তরে ফাতাওয়য়ে দারুল উলুম দেওবন্দের মুফতী সাহেবের উত্তর যাহা ৬ষ্ঠ খন্ডের ৭২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:-

وفي الفتاوى الخيرية من الكراهية والاستحسان : جاء في الحديث به اقتضى طلب الجهر به نحو " (وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منهم) " رواه الشيخان

وهناك أحاديث اقتضت طلب الإسرار، والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال كما جمع بذلك بين أحاديث الجهر والإخفاء بالقراءة ولا يعارض ذلك حديث "{خير الذكر الخفي} لأنه حيث خيف الرياء أو تأذي المصلين أو النيام ، فإن خلا مما ذكر؛ فقال بعض أهل العلم : إن الجهر أفضل لأنه أكثر عملا ولتعدي فائدته إلى السامعين، ويوقظ قلب الذاكر فيجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه ، ويطرد النوم، ويزيد النشاط. ا هـ .ملخصا، وتمام الكلام هناك فراجعه. وفي حاشية الحموي عن الإمام الشعراني : أجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ إلخ

ভাবার্থ:- রদ্দুল মুহতারে বর্ণিত আছে, ফাতওয়ায়ে খায়েরীয়াতে দুই প্রকার কথা লিখিত আছে। উহা মকরুহ বা উত্তম, যেমন কোন কোন হাদীসের দ্বারা উচ্চ শব্দে জিকর উত্তম বুঝায়। যথা– হাদীসে আছে, খোদাপাক বলেন, তোমরা যদি দলবদ্ধ ভাবে আমার জিকর কর আমিও তোমাদের অপেক্ষা উত্তম দলকে লইয়া জিকর করি। ইহাকে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন। আবার এমন বহু হাদীসে আছে, যদ্দারা ধীরভাবে জিকর করার কথা বুঝা যায়; যেমন–হাদীসে আছে "উত্তম এইরূপ ভাবে করিতে হইবে, যাহাতে উচ্চ শব্দ ও ধীর শব্দের মর্মের কোন বাধা সৃষ্টি না হয়। ধীর শব্দের জিকরকে কোন কোন হাদীসে উত্তম এজন্য বলা হইয়াছে, যথা – উচ্চ শব্দে জিকরে রিয়ার ভয় হয়, অন্য মুসল্লীর নামাজে কষ্টদায়ক হয় বা নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। এইহেতু ইমাম শায়ারানী বলিয়াছেন, অতীত ও বর্তমান কালের আলেমগণ এই কথার প্রতি একমত হইয়াছেন, মসজিদে জামায়াত করে জিকর করা বা অন্যস্থানে জিকর করা মুস্তাহাব হইবে; কিন্তু উচ্চ শব্দে জিকর দ্বারা নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রায়, নামাজীর নামাজে বা কোরআন পাঠকারীর কোরআন পাঠে ক্ষতি হইলে উহা নিষিদ্ধ হইবে।

মাওলানা থানবী সাহেব ফাতাওয়ায়ে ইমদাদিয়ায় ৪র্থ খন্ডে ৪৭ পৃষ্ঠায় জিক্‌র সম্বন্ধে দুই প্রকার হাদীস উদ্ধৃত করিবার পরে তিনি শেষ সিদ্ধান্ত ইহাই গ্রহণ করিয়াছেন যে, যাহারা উচ্চ শব্দে জিকর জায়েয বলেন, তাহাদের কথা সহী। আর যাহারা বিস্তৃতির কথা বলেন, তাহাদের কথাও গ্রহনযোগ্য। উহার কয়েক ছত্র পরে তিনি লিখিতেছেন :-

پس ثابت ہوا ذکر جہر ہر طور سے جائز ہے کسیکو کسی طور سے منع نہ کرے یہی ارجح واصح ہے بلکہ اگر عدم مشروعیت کو بھی ترجیح دیجاوے تب بھی عوام کو منع نہ کریں کہ اس بہانہ سے کچھ خیر کرگذرے۔

"এখন সাব্যস্ত হইল, উচ্চ শব্দে জিকর সর্ব রকমে (অর্থাৎ দাঁড়াইয়া, দলবদ্ধ ভাবে বা বসিয়া) করা জায়েয হইবে। কাহাকেও নিষেধ করিবে না, ইহাই গ্রহন যোগ্য ও সহী মত। যদি নাজায়েযকে অগ্রগণ্য বলা হয় তবুও সাধারণকে নিষেধ করিবেন না; কারণ এইরূপ বাহানায় তাহারা কিছু ভাল কার্য্য করিয়া লউক।"

আরও ফাতাওয়ায়ে রশিদীয়ায় ২য় খন্ডে ২৯ পৃষ্ঠায় মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী সাহেব এক প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছেন:- ذکر جہر اور خفی دونوں حدیث سے جائز معلوم ہوتے ہیں۔

জিক্‌র করা উচ্চ ও ধীর শব্দে উভয়ই জায়েয হইবে। হাদীস হইতে (সপ্রমাণে) জানা যায়। নাসায়ী হইতে উদ্ধৃত মিশকাত ১১১পৃষ্ঠায় আছে, "হযরত নবী (দ:) নামাজে সালাম ফিরাইবার পর 'সোবহানাল মালেকুল কুদ্দুস' বলিতেন এবং তৃতীয়বার উচ্চ শব্দ করিতেন।"এই হাদীসের টিকায় 'মুল্লা আলী কারী' মিরকাতে লিখিতেছেন 'ইহার দ্বারা সাব্যস্ত হয়, উচ্চ শব্দে জিকর জায়েয এবং মুস্তাহাব ; যদি রিয়ার ভয় না হয়। কারণ ঐরূপ জিকরের দ্বারা দ্বীনের মহিমা প্রকাশ পায়, শ্রবণকারীগণ শিক্ষা লাভ করে ও অলসদিগকে সজাগ করিয়া দেয়।"

বর্ণিত সমুদয় উক্তিগুলির দ্বারা প্রমাণ হইল, মীলাদের মজলিসে, ওয়াযের মজলিসে, মসজিদে বা অন্য স্থানে জিকরের মজলিসে উচ্চ শব্দে দলবদ্ধ ভাবে জিকর ও দরুদ পাঠ করিতে পারিবে। তবে যেন অতি উচ্চ শব্দে গলা ফাটাইয়া জিকর করা না হয়। মসজিদে হইলে অন্যের নামাজে বা নিদ্রায় ও কোরআন পাঠকারীর পাঠে ক্ষতি না হয়।

কোন নেক কার্য্যে বরাবরের জন্য দিন নির্দিষ্ট করা

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব (রহ.) এর 'আসসুন্নাতুল জালীয়া ফিল চিস্তিয়াতিল আলীয়া' কিতাবে ১৬৭ পৃষ্ঠায় এবং 'বাওয়াদেরুন্নাওয়াদের' কিতাবে ৪০১ পৃষ্ঠায় আছে :-

(ক) হযরত এবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত একটি হাদীসের দ্বারায় বুঝা যায় যে, হযরত নবী (দঃ) প্রত্যেক শনিবারে মসজিদে কোবা যিয়ারত করিতে আসিতেন এবং তথায় দুই রাকাত নামাজ পড়িতেন। তিরমিজী ব্যতীত অন্য পাঁচটি হাদীসের কিতাবে এই হাদীসটি লিখিত আছে। (এই হাদীস দ্বারা তারিখ নির্দিষ্টের কথা প্রমাণিত হয়।)

(খ) দ্বিতীয় হাদীসে আছে, (সারমর্ম):- হযরত আবু হুরাইয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, "তোমরা জুমআর রাত্রে নামাজের জন্য এবং জুমআর দিন রোজার জন্য নির্দিষ্ট করিও না।" আবু দাউদ, তিরমিজী দ্রঃ। (এই হাদীসের দ্বারা তারিখ নির্দিষ্ট নাজায়েয মনে হয়।) উক্ত হাদীসদ্বয় উদ্ধৃত করিবার পর মাওলানা থানবী সাহেব লিখিতেছেন-

ہر دو حدیث سے ثابت ہواکہ کسی مقصود مباح یا کسی طاعت کیلئے تعین یوم اگر باعتقاد قربت نہ ہو بلکہ کسی مباح مصلحت کیلئے ہو جائز ہے جیسے مدارس دینیہ میں اسباق کیلئے گھنٹے متعین ہوتے ہیں اور اگر باعتقاد قربت ہو منہی عنہ ہے پس عرس میں جوتاریخ متعین ہوتے ہے اگراس تاریخ کوقربت نہ سمجھیں بلکہ اور کسی مصلحت سے یہ متعین ہو مثلا سہولت اجتماع تاکہ تداعی کی صعوبت یا بعد اوقات اسکی کراہیت کے شبہ سے مامون رہیں اور خود اجتماع اس مصلحت سے ہو کہ ایک سلسلہ کے احباب باہم ملاقات کرکے حب فی اللہ کو ترقی دین اور اپکے بزرگوں کوآسانی سے کثیر مقدار میں جو کہ اجتماع میں حاصل ہے ثواب پہنچانا بے تکلف میسر ہو جاوے بہر حال اگر ایسے مصالح سے یہ متعین ہوں توفی نفسہ جائز۔

সারমর্ম :- "উল্লিখিত দুইটি হাদীসের দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, কোন মুবাহ নেক কার্য্যে দিন ধার্য্য করা যাইতে পারে তবে যদি মুবাহ কার্য্যকে ফরয বা ওয়াজেব মনে না করিয়া বরং কোন মুবাহ মুসলিহাত উদ্দেশ্যে তারিখ ধার্য্য হয় তাহা হইলে জায়েয হইবে। যেমন দ্বীনি মাদ্রাসাসমূহ সবকের জন্য ঘন্টা নির্দিষ্ট করা, কিন্তু উহাকে ফরয বা ওয়াজেব মনে করিলে নাজায়েয হইবে।

ওরসে যে তারিখ ধার্য হইয়া থাকে উহাকে ফরয ওয়াজেব মনে না করিয়া কেবল সৎ উদ্দেশ্যে যদি হয়, যেমন- সহজে যাহাতে লোক সমবেত হয় এবং প্রত্যেকবারে দাওয়াত দিবার ঝামেলা পোহাইতে না হয় বা উহাতে দোষনীয় কার্য্য হইবার সন্দেহ হইতে নিরাপদ হয়। আর সমবেত উদ্দেশ্য যেমন- একই সিলসিলার বন্ধুগণ যাহাতে পরস্পর সাক্ষাত করতঃ আল্লাহ তাআলার ভালবাসায় উন্নতি লাভ করে এবং স্বীয় পীরগণকে সহজভাবে ও বহুল পরিমাণে সওয়াব পৌছান হয় যাহা এইরূপ মজলিস দ্বারা হাসিল হইয়া থাকে। যদি এইরূপ মুসলিহাত হয় তবে প্রকৃতপক্ষে ওরসের জন্য তারিখ নির্দিষ্ট করা জায়েয হইবে।”

ইহার পর তিনি মন্দ উপসর্গ মিশ্রিত ওরস নাজায়েয বলিয়াছেন। যাহাকে আমারাও নাজায়েয বলিয়া থাকি।

হযরত মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব ‘ফয়সালায়ে হাফতে মাসায়েল’ পুস্তকের ৬-৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেনঃ-

মৃতদের আত্মার উপর সওয়াব পৌছাঁন উত্তম কার্য্য। বিশেষতঃ যে বুযুর্গগণের দ্বারা আধ্যাতিক জ্যোতি (ফয়েয) ও বরকত লাভ করা হইয়াছে তাঁহাদের হক আরো অধিক। নিজের পীর ভাইগণের সহিত সাক্ষাত করা, সমধিক প্রীতি, প্রণয় ও বরকত অবলম্বন স্বরূপ। তরীকতপ্রার্থীদের লাভ এই হয় যে, পীরের অনুসন্ধানে কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। বহু পীর উক্ত মহফিলে পদার্পণ করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে যাহার প্রতি ভক্তি হয় তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে পারে। এইজন্য ওরস প্রথা স্থাপন করার উদ্দেশ্য এই যে সমস্ত তরীকার লোক এক সময় সমবেত হন. তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হয় এবং কবরবাসীর আত্মার প্রতি কোরআন তেলওয়াত ও খাদ্য সামগ্রীর সওয়াব রেসানী করা হয়, এই সুবিধার জন্য দিন ধার্য্য করা হয়।

ইহার কতগুলি ছত্রের পর তিনি লিখিতেছেনঃ- আমার নিয়ম এই যে, আমি প্রত্যেক বৎসরে ওলী ও পীর মুর্শিদের পাকরূহে সওয়াব রেসানী করিয়া থাকি, প্রথমে কোরআন পাঠ হয়, যদি সুযোগ হয় তবে মৌলুদ পাঠ করা হয়, উপস্থিত লোকদিগকে খাদ্যাদি খাওয়ান হয় তৎপর উহার সওয়াব পৌছাইয়া দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য কিছু করা আমার রীতি নহে।”

ইহাতে বুঝা যায় সমবেত ভাবে সওয়াব রেসানী করায় কোন দোষ নাই এবং নফল সওয়াব রেসানীর খাদ্য সকলে খাইতে পারে।

নামাজে দোয়াল্লীন পড়িতে হইবে, না যোয়াল্লীন?

ফাতাওয়ায়ে রশিদীয়া ২/১১৩ পৃষ্ঠায় মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব (রহ.) লিখিতেছেন:-

اصل حرف ضاد ہے اسکو اصلی مخرج (یعنی نہ دال نہ ظاء) سے ادا کرنا واجب ہے اگر نہ ہو سکے توحالت معذوری دال پُر کی صورت سے بھی نماز ہو جاویگی۔

"আসলী অক্ষর ضاد (যাহা না دال না ظاء) ইহার উচ্চারণ স্থান হইতে উচ্চারণ করা ওয়াজেব; কেহ এইরূপ উচ্চারণ করিতে অক্ষম হয় তবে دال پُر (অর্থাৎ দোয়াল্লীন) পড়িলে নামাজ আদায় হইয়া যাইবে।

ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ ৭/ ১২ পৃষ্ঠায় আছে:-

سوال- ولاالظالین اور غیر المغظوب علیہم پڑھنا کیساہے اور ولاالظالین پڑھنے والے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟

الجواب- ضاد کو بالقصد ظاء پڑھنا ممنوع ہے یہاں تک کہ بعض روایت میں حکم کفر کا منقول ہے (یہاں عربی عبارت ہے) بہر حال قصدا ضاد کی جگہ ظاء پڑھنے کی ممانعت اس سے بخوبی ثابت ہوتی ہے- باقی یہ کہ- ولاالظالین پڑھنے والے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے مگر احتیاط لازم ہے ---- کتبہ بندہ عزیز الرحمٰن عفی عنہ۔

প্রশ্ন:- 'অলায্‌যল্লীন' এবং 'গাইরিল মাগযুবে আলায়হিম' পড়া কি? এবং অলায্‌যল্লীন পাঠকারীর পশ্চাতে নামাজ হইয়া যায় কি না? (অর্থাৎ মুকতাদী শ্রবণ করিলে প্রকৃত যোয়ার উচ্চারণ বুঝায়।)

উত্তর:- স্বেচ্ছায় দোয়াদকে যোয়াদের উচ্চারণে পড়া নিষেধ এমনকি কোন রেওয়ায়েতে কোন স্থানে এইরূপ পড়িলে তাহার প্রতি কাফের হওয়ার আদেশ উদ্ধৃত আছে। মোট কথা সর্ব অবস্থায় স্বেচ্ছায় দোয়াদের স্থানে যোয়াদ পড়া (বর্ণিত আরবী উক্তি অনুযায়ী) স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ সাব্যস্ত হইয়াছে। এখন বাকী রহিল অলায্‌যল্লীনের পাঠকারীর পশ্চাতে নামাজ হইবে কি না? সহী কথা এই যে, নামাজ 'ত' হইয়া যাইবে; কিন্তু উহার পশ্চাতে নামাজ পড়া হইতে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী হইবে।

উক্ত ফাতাওয়ার ৭/৪৬ পৃষ্ঠায় আছে :-

میں نے اپنے استاد علام حضرت مولانا یعقوب نا نوتوی قدس سرہ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ علماء وقراء عرب نے اسپر اتفاق فرمایا ہے کہ ضاد معجمہ کو دال مفخم کی صورت سے ادا کرنا چاہیے غالباً وجہ اس اتفاق کی خوف مذکور (یعنی خوف کفر) لہٰذا اسمیں بہت احتیاط لازم ہے اور قصدا ضاد کو ظاء پڑھنے سے قطعاً احتراز لازم ہے۔

"আমি স্বীয় ওস্তাদ আল্লামা হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতুবী (রহ.) নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলিতেন, আরবের আলেম ও ক্বারীগণ এই কথার প্রতি একত্রিত হইয়াছেন যে দোয়াদকে (মু'জামা) দালের (মুফাখ্‌খাম) সুরে আদায় করিতে

হইবে। তাঁহাদের এইরূপ একত্রিত হওয়ার কারণ উল্লেখিত ভয়ের কথা হইতেছে। (অর্থাৎ কাফের হওয়া)। এইজন্য খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা বিশেষ প্রয়োজন এবং স্বেচ্ছায় দোয়াদকে যোয়াদ পড়া হইতে দৃঢ়ভাবে সতর্ক হওয়া জরুরী হইবে।"

ফাতাওয়ায় দারুল উলুম দেওবন্দ ১/৪৪ পৃষ্ঠায় একটি প্রশ্নোত্তরে লিখিত আছে :-

پس دریں بارہ آنچہ از قراء مشق کردہ باشد عمل کنند و حرف ضاد را از مخارج آں حتی الوسع ادا نمایند وآنچہ از قراء علماء عرب وعلماء حرمین شریفین مسموع می شود ضاد را مشتبہ الصوت بالدال المہملۃ المنخمۃ می خواند بتغلیط اں ہمہ علماء وقراء سہل نیست فہم او بکار آوردہ عمل کنند کتبہ عزیز الرحمٰن مفتی دار العلوم دیوبند۔

উত্তর:- "এ সম্বন্ধে ক্বারীগণের নিকট হইতে যেরূপ মশ্ক করিয়া থাকেন, সেইমত আমল করিবেন। দোয়াদ অক্ষরকে উহার উচ্চারণ স্থল হইতে বাহির করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। আর যাহা কিছু আরবের আলেম, ক্বারী ও মক্কা মদীনার আলেমগণের নিকট হইতে শুনিতে পাই, তাঁহারা দোয়াদকে দালে মুহমেলা মুফাখ্খামের মুসাবাহা (ন্যায়) সুরে পড়িয়া থাকেন। ইহাকে ভ্রান্ত ভাবিয়া ঐ সমস্ত আলেম ও ক্বারীগণকে ভ্রান্ত ভাবা এত সহজ নহে। তাঁহাদের বুঝ মত কার্য্য করুন। (লেখক : আযীযুর রহমান; মুফতী দারুল উলুম দেওবন্দ)।

আখির যোহরের প্রমাণ

মশকুক (সন্দেহ যুক্ত) পানি থাকিলে ওজু ও তাইম্মুম উভয়ই করিতে হইবে, ইহা ইমাম আযম সাহেবের মত। এই নজীরের প্রতি কিয়াস (অনুমান) করত: সন্দেহস্থলে জুমআ ও আখির যোহর উভয়ই পড়িতে হইবে। যে মতটি ইমাম সাহেবের নিয়ম কানুন হইতে আবিষ্কৃত হইবে, তাহাও ফকিহগণের নির্দ্দেশানুসারে ইমাম সাহেবের মজহাব বলিয়া গণ্য হইবে। সুষ্ঠুভাবে তাহা কর্ত্তৃক উল্লেখিত না হইলেও উহা আপত্তিকর হইবে না। যেহেতু, তাঁহার সময়ে জুমআর শর্ত্তে কোন সন্দেহ ছিল না। কাজেই তাঁহার কালে আখির যোহর পড়ার কোন আবশ্যক হয় নাই।

'এহ্তিয়াতুজ্জোহর' সম্বন্ধে মাওলানা থানবী সাহের নিকট প্রশ্ন করা হইয়াছিল, - যাহার ভাবার্থ এই যে, প্রশ্নকারী কয়েকটি আয়েত ও বেদআতে সাইয়েয়া সম্বন্ধে কতগুলি হাদীস উদ্ধৃত করিবার পর লিখিয়াছেন উক্ত নামাজ বেদআত বা উহা পড়া নিষেধ হইবে কি না? (পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির জন্য প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত করা হইল) ইহার উত্তরে তিনি লিখিতেছেন: যথা- তাতিম্মা ১ম খন্ড ফাতাওয়ায় ইমদাদীয়া।

الجواب - جلد اول فتاری امدادیہ کتاب الصلوۃ صفحہ ۲۶ اور جلد خامس صفحہ - ۲۳۳ میں ہے

صحاح میں مروی ہے کہ سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ کی لونڈی کے بچہ میں نزاع کیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب قاعدہ شرعیہ الولد للفراش اس بچہ کو زمعہ کا بیٹا قرار دیا اور

بسبب مشابهت عتبه بن ابی وقاص کے آپ نے اپنی زوجه مطہرہ ام المومنین سودہ بنت زمعہ کواس سے حجاب کرنیکا حکم فرمایا اس حدیث سے ثابت ہواکہ تعارض ادلہ کیوقت گوان ادلہ میں ایک دلیل ضعیف ہی ہو جمع بن الادلہ و عمل بمقتضیات کل منہا احتیاط مشروع مسنون ہے ۔ پس اسکی نظیر ہے جمع بین الجمعۃ والظہر جسکو ظہر کی احتیاط کہتے ہیں اور گو عدم صحت ظہر کی کوئی دلیل ضعیف ہی ہو مگر حدیث مذکور نص ہے کہ مقتضاء احتیاط کا دلیل ضعیف کا بھی اسکا اعتبار کیا گیا پس جب ظہر احتیاطی اصل سنت سے نکل ائی تو اسکا پڑھنا آیات واحادیث مذکورہ سوال کے خلاف نہوگا اور اس سے صریح وہ حدیثیں اسکا ماخذ ہو سکتی ہیں جن میں وقوع شک کی صورت میں بنا علی الاقل کا اور صلوۃ موداۃ مع الکراہۃ کے اعادۃ کا حکم ہے ابناء علی الاقل میں احتمال تکرار رکعت کاہے اس سے مشکوک کے تدراک بمثلہ کے مشروعیت ثابت ہو گی کیونکہ غیر مشروع کا تو احتمال بھی مانع جواز ہے اور اعادہ میں یہ تدارک یقینی ۔ پس جہاں جمعہ مشکوک ہو اسکا تدارک بالظہر بالیقین اسکی نظیر ہے۔

ভাবার্থ অনুবাদ:- "সহীহ হাদীসের কিতাবে উল্লেখিত হইয়াছে, হযরত সা'দ বেনে আবি আক্কাস (রা:) ও হযরত আব্দ বেনে যাম্‌য়া, যাম্‌য়ার দাসীর পুত্র লইয়া বাদানুবাদ করিয়াছিলেন।" (অর্থাৎ আব্দ বেনে যাম্‌য়া বলিতে লাগিলেন যে, এই বালকটি আমার পিতার দাসীর পুত্র, আর হযরত সা'দ (রা:) বলিতে লাগিলেন, আমার ভ্রাতা ওতবা বলিয়া গিয়াছে যে, সে উক্ত দাসীর সহিত ব্যাভিচার করিয়াছিল। আর উক্ত দাসীর গর্ভে তাহার ঔরসজাত এই পুত্র হইয়াছে। কাজেই ঐ বালকটি আমার ভ্রাতুস্পুত্র।)

হযরত নবী করিম (দ:) বলিয়াছিলেন, পুত্র স্বামীর প্রাপ্য হইবে। শরীঅতের বিধানানুসারে হযরত (দ:) ঐ বালকটিকে যাম্‌য়ার পুত্র স্থির করিলেন। কিন্তু বালকটির চেহারা বা আকৃতি ওতবার তুল্য হইয়াছিল। হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হে অসাল্লাম নিজের স্ত্রী উম্মুল মুমেনীন হযরত সাওদা (রা:) কে (যিনি যাম্‌য়ার কন্যা ছিলেন) উক্ত সন্দেহযুক্ত ভ্রাতা হইতে পর্দা করিতে আদেশ দিলেন।

এই হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হইল, বিভিন্ন প্রমাণে বিরোধ উপস্থিত হইলে যদিও উহার কোন একটি দুর্বল হয় তথায় প্রমাণসমূহের মধ্যে সমতা স্থাপন করিয়া প্রত্যেক প্রমাণের মর্মানুযায়ী কার্য্য করা শরীঅতের এহতিয়াতীর হুকুম ও সুন্নত হইবে।

জুম্‌আ ও যোহর এক সঙ্গে পাঠ করা যাহাকে যোহরের এহতিয়াত বলে, সহীহ্ না হওয়ার প্রমাণ যদিও জইফ (দুর্বল) তবুও উপরোক্ত হাদীসে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, এহতিয়াত (নিশ্চিত) হওয়ার পক্ষে জইফ প্রমাণ হইলেও উহার প্রতি আস্থা স্থাপন করা যাইবে। এখন এহতেয়াতী যোহরের মূল হাদীস হইতে আবিস্কৃত হইল যেমন- বালকটির চেহারা সাদৃশ্য হওয়ায় প্রমাণ জইফ হইলেও উহার প্রতি আস্থা স্থাপন করা

হইয়াছে। সুতরাং, উহা (আখির যোহর) পড়া প্রশ্নে বর্ণিত হাদীস ও আয়তসমূহের বিপরীত হইল না।

আরও প্রকাশ্যভাবে ঐ হাদীসসমূহ যাহাতে সন্দেহ স্থলে নামাজের কম সংখ্যক রাকাত নির্দিষ্ট করার প্রমাণ আছে এবং যে নামাজ মকরূহভাবে আদায় হয় তাহা দোহরাইবার হুকুম আছে। (যথা- নামাজ কয় রাকাত পড়া হইল ইহাতে সন্দেহ হইলে, অল্প সংখ্যকটি ধরিয়া আর এক রাকাত যোগ করার হুকুম আছে; ইহাতে একই প্রকার নামাজ দুই বার আদায় করা হইল। সন্দেহ স্থলে সমতুল্য কার্য্য করিয়া উহার প্রতিকার করা শরীঅত অনুযায়ী সাব্যস্ত হইল)। তদ্রূপ যেই স্থানে জুম্আ আদায়ের সন্দেহ হয় উহার সংশোধনের জন্য যোহর পড়া বিশ্বস্তসূত্রে উহার নজীর হইল।" তাতিম্মা ১ম খন্ড ফাতাওয়ায়ে ইমদাদীয়া ২৭ পৃষ্ঠায় আছে:- প্রশ্ন (অনুবাদ):- কোন আয়াত, সহী হাদীস, মজবুত এজমা বা কিয়াসে জলী হইতে "এহতিয়াতুয যোহর পড়া সাব্যস্ত আছে কিনা?

جواب — سوال اول کے جواب میں اسکا ماخذ سنت سے مذکور ہو چکا پس باعتبار ثبوت کے سنت سے ثابت ہے اور باعتبار ظہور کے قیاس ظاہر ہے۔

উত্তর:- প্রথম প্রশ্নের উত্তরে উক্ত নামাজ, হাদীস হইতে সাব্যস্ত করা হইয়াছে। যাহা সবুতের এতেবারে হাদীস হইতে এবং জহুরের এতেবারে কিয়াস হইতে প্রকাশিত।

মাওলানা কাসেম সাহেব নানুতুবী (দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা) 'লাতায়েফে কাসেমীয়া'র ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :-

دریں صورت المتقی من یتقی الشبہات در ہیچوں تنہا جمعہ ضرور است بلکہ فرض ظہر ہا واجب گردید۔

"এই অবস্থায় যাঁহারা মুত্তাকী সন্দেহের বিষয় হইতে সতর্ক থাকিতে চাহেন, তাঁহাদের প্রতি কেবল জুম্আ পড়া যরুরী তাহা নহে বরং যোহরের ফরয পড়াও তাঁহাদের প্রতি ওয়াজেব হইবে।" আলমগিরী কিতাবে লিখিত আছে:-

الاحتياط واجب فى العبادات

অর্থাৎ– এবাদত কার্য্যাদিতে নিশ্চিন্ত হওয়া ওয়াজেব হইবে। এখানে আমার উদ্দেশ্য, আখির যোহর হাদীস হইতে সাব্যস্ত করা। কেহ কেহ আখির জোহরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না–ইহা তাহাদের মারাত্মক ভুল। তাহতাবী ২৯৩। ২৯৪ পৃষ্ঠায় আছে:-

- تقول انما نهى عنها اذا اديت بعد الجمعة بوصف الجماعة والاشتهار

সারমর্ম:- আল্লামা মুকাদ্দাসী বলিয়াছেন, 'মারাকিউল ফালাহে'র প্রণেতা যে 'আখির যোহর' পড়া নিষেধ বলিয়াছেন ইহার তাৎপর্য এই যে, আখির যোহর জামাআত্ করিয়া উচ্চ শব্দে তকবীরসহ পড়া নিষেধ। কেননা ইহাতে সাধারণের আকিদা মন্দ হইতে পারে। পাঠক! ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, একা চুপি চুপি (নি:শব্দে) আখির যোহর পড়িলে কোন ক্ষতি নাই, কেননা ইহাতে কাহারও আকিদা মন্দ হইবার ভয় থাকে না। বাংলাদেশ বা পশ্চিম বাংলার সকলেই উহা চুপে চুপে (নি:শব্দে) পড়িয়া থাকে।

ওয়াযের প্রতি ধার্য্য ও নজ্‌রানা

মাওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহ.)-এর পীর মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব (রহ.) ফাতাওয়ায়ে রশিদীয়া ২য় খন্ড ১০২ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন:-

وعظ کی اجرت کو بھی بسبب ضرورت کے متاخرین نے جائز لکھا ہے۔

"ওয়াযের প্রতি মূল্য ধার্য্য করা প্রয়োজন সূত্রে শেষযুগের মুফতী ও আলেমগণ জায়েয লিখিয়াছেন।" দেওবন্দ মাদ্রাসার মুফতি সাহেব লিখিতেছেন: -ফতোয়া নং ২২ দাল, তাং ২১/১/৭১ হিজরী

الجواب ـ ۳۲ـ د۔ وعظ کی اجرت لینا جائز ہے چنانچہ شامی میں موجود ہے جو کتاب الاجارہ میں ہے

(اس بارے میں) فتاوی رشیدیہ کاجواب صحیح ہے مسئلہ اسیطرح ہے۔ سید مہدی حسن غفرلہ۔

"ওয়াযের প্রতি মূল্য ধার্য্য জায়েয হইবে। যথা– ফাতওয়ায়ে শামী কিতাবুল ইজারাতে বর্ণিত আছে।...."

মাওলানা থানবী সাহেব 'তালিমুদ্দীন' পুস্তকের ৩২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:-

ভাবার্থ:- (অনুবাদ) "যাঁহারা দ্বীন ইসলামের কার্য্যে রত আছেন যদি তাঁহারা অন্য কোন উপার্জ্জন পন্থা অবলম্বন করেন, তবে উক্ত কার্য্যের ভীষণ ক্ষতি হয়। এমতাবস্থায় উপার্জ্জন পন্থা ত্যাগ করা জায়েয, বরং কোন সময় উত্তম হইবে। তখন তাহাদিগের খিদমত ও তত্ত্বাবধান সাধারণ মুসলমানদের উপর ন্যাস্ত হইবে।" (অর্থাৎ টাকা পয়সার দ্বারা তাঁহাদের সহায়তা করিতে হইবে।) নজরানা হাদীয়া হযরত নবী (দ:) ও সাহাবাগণ গ্রহন করিয়াছেন যাহা হাদীসের কিতাব সমূহে বর্ণিত আছে।

ওয়ায়েয ও হাদীকে ওয়াযের পর নজরানা দেওয়া জায়েয বলিয়া ফাতাওয়ায়ে শামীতে লিখিত আছে। তবলীগ জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের "মলফুজাত" পুস্তকের ৯২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, (অনুবাদ):- "ধনীগণের (তবলীগের রাস্তায়) টাকাকড়ি সাহায্য করার আদব কায়দার মধ্যে ইহাও একটা যে, খুবই গুপ্তভাবে ইজ্জত ও সম্মানের সহিত যেন দেওয়া হয়।" উক্ত পুস্তকের উক্ত পৃষ্ঠায় আরও আছে:- "এই তবলীগের পথে যাঁহারা কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদিগের সাহায্য, জাকাত ও খয়রাতের টাকার তুলনায় বেশীর ভাগ যেন নজরানা হিসাবে দেওয়া হয়।" তাই বলি, বিনা পয়সায় তবলীগ করিতেছি বলা কি ঠিক হইবে?

খোদা ব্যতীত অন্যের নিকট সাহায্য চাওয়া বা কোন ওলীর ওসীলা দেওয়া

ফাতাওয়ায়ে রশিদীয়া ১ম খন্ড ৯৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে:-

استعانت کے تین معنی ہیں ایک یہ کہ حق تعالی سے دعا کرے کہ بحرمت فلان میرا کام کردے یہ بالاتفاق جائز ہے خواہ عند القبر ہو خواہ دوسری جگہ اس میں کسی کہ کلام نہیں (اسکو توسل کہتے ہیں)۔ دوسرے یہ کہ صاحب قبر سے کہے کہ تم میرا کام کردو یہ شرک ہے خواہ یہ قبر کے پاس جاکر کہے اے فلان تم میرے واسطے دعا کروکہ حق تعالی میرے کام کردیوے اسمیں اختلاف علماء کاہے مجوزین سماع موتی اس کے جواز کے مقرہیں اور مانعین سماع منع کرتے ہیں سواسکا فیصلہ اب کرنا محال ہے۔

সারমর্ম- অন্যের নিকট সাহায্য চাহিবার তিন প্রকার অর্থ হয়। ১ম–খোদাপাকের নিকট এইরূপভাবে দোআ চাহে যে, অমুকের (ওলীর) অসীলায় আমার অমুক কার্য্য করিয়া দিন। ইহা সকল আলেমের একমত হেতু জায়েয হইবে। ইহা কবরের নিকট হউক বা অন্য স্থান হইতে হউক। ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই। (ইহার দ্বারা জিন্দা এবং যে ওলী এন্তেকাল করিয়াছেন তাঁহাদের অসীলা দেওয়া জায়েয সাব্যস্ত হয়)। ২য়– কবরবাসীকে বলে, তুমি আমার কার্য্য করিয়া দাও। ইহা শির্ক হইবে। ইহা কবরের নিকট হইতে হউক বা দূর হইতে হউক উভয়ই শিরক হইবে। ৩য়–কবরের নিকট যাইয়া বলে, হে অমুক! আপনি আমার জন্য দোআ করুন, খোদাপাক যেন আমার কার্য্যটি সমাধা করিয়া দেন। ইহাতে আলেমদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। যে আলেমগন বলেন, মৃত ব্যক্তি জীবিতদের কথা শুনিতে পায়, তাঁহারা ইহাকে জায়েয বলেন। আর যাহারা শুনিতে পায় না বলেন, তাঁহারা নিষেধ করেন। এখন ইহার ফয়সালা করা অসম্ভব।

মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী সাহেব (কোরআনের চার পারা তরজমা স্বয়ং তাঁহার, বাকীগুলি মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী সাহেবের) এই আয়াতের নিম্নে লিখিতেছেন:- –قوله تعالی – ایاک نعبد وایاک نستعین

------ ہاں کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت اللہ تعالی ہی سے استعانت ہے۔

"হ্যাঁ (যদি) কোন মকবুল বান্দাকে অস্থায়ীভাবে খোদাপাকের রহমতের অসীলা বুঝিয়া প্রকাশ্যভাবে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তবে জায়েয হইবে। এইরূপ সাহায্য প্রকৃতপক্ষে খোদাপাকের নিকটেই চাওয়া হইল।"

কোন ওলীর মাযার যিয়ারতের জন্য ভ্রমণে যাওয়া

হাদীসে আছে :--حديث — لا تشد الرحال الالى ثلثة مساجد الحديث

"তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে যাইবার জন্য সওয়ারী তৈয়ার করিও না। তিনটি মসজিদ যথা–মসজিদে কাবা, মদীনার মসজিদ ও বায়তুল মুকাদ্দাস।"

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় একটি সহীহ্ হাদীস 'মসনাদে ইমাম আহমদ বিন্ হাম্বল'-এ লিখিত আছে :-

لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا ھ

হযরত (দ:) বলেন, মসজিদে কাবা, মসজিতে আকসা ও আমার এই মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে যাইবার জন্য সওয়ারী তৈয়ার করা কোন মতেই উচিত হইবে না। থানবী সাহেবের 'বাওয়াদেরুন্নাওয়াদের' ৪০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আরও মাওলানা থানবী সাহেব (রহ.) 'ফাতাওয়ায়ে ইম্‌দাদীয়া'র ৪র্থ খন্ডে ১১ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন:-

اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ بنیت تضاعف صلوۃ اور کسی مسجد کی طرف سفر کرنا ممنوع ہے اسکو زیارت قبور سے کوئی علاقہ نہیں ہے۔

"উক্ত হাদীসের মর্ম এই যে, নামাজে বেশী সওয়াব পাইবার নিয়েতে অন্য কোন মসজিদের দিকে সফর করা নিষিদ্ধ, এখানে কবর যিয়ারতের সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই।"

বাতিনী এলম ফরয ও মুরিদ হওয়া সম্বন্ধে বক্তব্য

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব (রহ.) 'তাকাশ্‌শুফ' কিতাবের ৩১৩ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন:-

ہر مسلمان پر بعد تصحیح عقائد واصلاح اعمال ظاہری فرض ہے کہ اپنے اعمال باطنی کی اصلاح کرے۔ قران مجید بیشمار آیات اور حدیث میں بے انتہا روایات اسکی فرضیت پر صراحۃ دال ہیں گو اکثر اہل ظاہر بسبب پابندی ہوا اور ہرس کے اس دلالت سے غافل ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ قرآن و حدیث میں زہد وقناعت وتواضع و اخلاص و صبر و شکر وحب الہی ورضا بالقضا و توکل تسلیم و غیرہ ذلک کی فضیلت اور انکی تحصیل کی تاکید اور انکے اضداد حب دنیاو حرص تکبر وریا و شہوت وغضب وحسد نحو ہا کی مذمت ان پر وعید مذکور ہے۔ پیر انکے مامور بہ اور انکے منہی عنہ ہونے میں کیا شبہ رہا — اور یہی معنی ہیں اصلاح اعمال باطنی کے اور یہی مقصود اصلی ہے اور اسی کے ساتھ تجربہ اسکا بھی شاہد ہے کہ اس اصلاح کامدار اعظم عادۃ اللہ میں صحبت وخدمت واطاعت ان حضرات کی ہے (پیران طریقت) جو اپنی اصلاح کرچکے ہیں۔

ভাবার্থ:- প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আকায়েদ ও জাহিরী আমলগুলি যথা নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, হালাল, হারাম, ক্রয়-বিক্রয়, আদান-প্রদান ইত্যাদি সহীভাবে পালন করিবার পর তাহার জন্য খাঁটি ফরয হইবে বাতিনী আমলগুলির সংশোধন করা। এ সম্বন্ধে কোরআন মজীদ ও হাদীস শরীফে বহু আয়াতে প্রকাশ্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যদিও অধিকাংশ বাহ্যিক দৃষ্টিকারী আলেম নফসের (কামের) বশবর্ত্তী হইয়া ঐগুলির প্রমাণ হইতে অজ্ঞ! কে না জানে যে, কোরআন ও হাদীসের মধ্যে জুহদ, কানায়াত (অল্পে তুষ্টি) নম্রতা, খাঁটি নিয়ত, সবর, শোকর, খোদার ভালবাসা, তক্‌দীরের প্রতি রাজী থাকা, তাওয়াক্কোল, তাসলীম, ইত্যাদির ফজিলত এবং ঐগুলি অর্জ্জন করার তাকীদ বর্ণিত আছে। উহার বিপরীত দোষগুলি যথা– দুনিয়ার ভালবাসা, অহংকার,লোক দেখানোর জন্য কার্য্য করা, কাম, ক্রোধ ও হিংসা ইত্যাদি দোষণীয় ও ভয়ের বিষয় বলিয়া হাদীসে বর্ণিত আছে। এমতাবস্থায় ঐগুলি আদেশ আর এইগুলি নিষেধ বলিয়া কাহারও সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। ইহাকেই বাতিনী আমলের সংশোধন বুঝিতে হইবে। ইহাই তরীকতের মুখ্য উদ্দেশ্য (যাহাকে বাতিনী এলম বলে); যাহা নি:সন্দেহে 'ফরয' সাব্যস্ত হয়। তদসহ অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, খোদাতাআলার প্রচলিত নিয়ম এমনই যে, এইরূপ বাতিনী সংশোধনের জন্য তাঁহাদের সঙ্গলাভ, খিদমত ও তাবেদারীর প্রতি খুবই নির্ভর করে, যাঁহারা নিজেকে সংশোধন করিয়াছেন। (যথা–তরীকতের পীরগণ)

বাতিনী এলমের পাঠ্য তালিকা সম্বন্ধে বক্তব্য

একথা অতি সত্য যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ও সাহাবাগণের যামানায় বাতিনী এলমের কোন পাঠ্য তালিকা ছিল না কারণ হযরত নবী (দঃ) এর সঙ্গলাভ ও মুরীদ হওয়ার বরকতে সাহাবাগণের অন্তর পরিস্কার ও আলোকিত হইয়া যাইত। পরবর্তীকালে সেভাব না থাকায় তরীকতের ইমামগণ অন্তর পরিস্কারের পন্থার দিকে মনোনিবেশ করিলেন, যেমন জাহিরী এলমের আলেমগণ জাহিরী এলমের পন্থার দিকে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এই পন্থাগুলিকেই কাদরীয়া, চিশতিয়া ও মুজাদ্দেদীয়া তরীকা ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এ তরিকাগুলিকে পাঠ্য তালিকা বা সিলেবাসের ন্যায় বুঝিতে হইবে।

যেমন, কেবল পুস্তকাদি পাঠ করিয়া কেহ ক্বারী হইতে পারে না; কোন ভাল কারীর নিকট মশ্‌ক (অভ্যাস) করিতে হয়, তদ্রূপ বাতিনী এলমের পাঠ্য তালিকা অনুযায়ী পীরের নিকট মশ্‌ক করিতে হয়, কেবল কিতাব পড়িয়া উহা আয়ত্বে আসে না।

যেমন ডাক্তার বা হেকিম বিভিন্ন রুগীর জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রেসক্রিপশান দিয়া থাকেন, তদ্রুপ অন্তর-ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত বাতিনী ডাক্তারগণ বিভিন্ন প্রকার প্রেসক্রিপশান দিয়া থাকেন। উহাকেই তরীকায় কাদ্‌রীয়া, চিশতীয়া ও মুজাদ্দেদীয়া ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।

যেমন ব্যাধিগ্রস্ত ডাক্তার পুস্তকাদি দেখিয়া বা পূর্ব হইতে পড়িয়া থাকিলেও নিজের চিকিৎসা নিজে করিতে পারে না, উহাকে অন্য ডাক্তারের সাহায্য লইতে হয়, তদ্রুপ ব্যাধিগ্রস্ত আলেম কিতাব পড়িয়া নিজের চিকিৎসা নিজে করিতে পারে না, বিচক্ষণ ডাক্তার তথা পীরে কামেলের সাহায্য লইতে হয়। সাবধান! ওহাবীগণ বাতিনী এলম, তাসাউফ, তরীকা শিক্ষা এবং পীর গ্রহণ ও মুরীদ হওয়াকে কঠোরভাবে অস্বীকার করে। তাহাদের সংস্রব হইতে দূরে থাকিবেন। তাহাদের কথা মানিবেন না।

পীরের মুহাব্বত ও সম্মান

মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেব, মাওলানা গাঙ্গুহী সাহেবের "ইমদাদুস সুলুক" পুস্তক হইতে উক্তি উদ্ধৃত করিয়া 'শিহাবুস্ সাকেব' পুস্তকের ৬১ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন :- ہر کرا پیرے نباشد پیر او شیطان بود یعنی ہیچ راہبر نہ دارد نہ علم صحبت مرشد حق-

"যাহার পীর নাই শয়তান তাহার পীর হইবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পথ প্রদর্শক ধরে নাই কিংবা এলম্ নাই বা হাক্কানী পীরের শর্ত ঠিক মত পাওয়া যায় না, এমতাবস্থায় শয়তান তাহার পীর হইবে।"

উক্ত পুস্তকের উক্ত পৃষ্ঠায় গাঙ্গুহী সাহেব একটি হাদীসের মর্ম উদ্ধৃত করত: লিখিতেছেন:- حضور صلی اللہ علیہ سلم شیخ رادر مریدان خود مثل نبی در قوم خویش فرمودہ ـ

হযরত (দ:) বলিয়াছেন, "পীর স্বীয় মুরীদদিগের মধ্যে ঐরূপ, যেমন নবী (দ:) স্বীয় উম্মতের মধ্যে হইয়া থাকেন।" উক্ত পুস্তকে উক্ত পৃষ্ঠায় আরও লিখিত আছে:-

وہم مرید بریقین داند کہ روح شیخ مقید بیک مکان نیست پس ہر جا مرید باشد قریب یا بعید اگر چہ از شخص شیخ دوراست — اما روحانیت او دور نیست چوں ایں امر محکم داند و ہردم مستفید بود چوں مرید در حل واقعہ محتاج شیخ بود شیخ رابقلب حاضر آوردہ بلسان حال سوال کند روح شیخ باذن اللہ تعالی اورا القاء خواہد کرد۔

ভাবার্থ- "মুরীদ এই কথার প্রতি বিশ্বাস রাখিবে, পীরের রূহ কোন স্থানে আবদ্ধ থাকে না। মুরীদ যেখানেই থাকুক না কেন, নিকট অথবা দূরে, যদিও পীর বাহ্যিক শরীর হইতে দূরে থাকে, কিন্তু তাঁহার রূহ মুরীদ হইতে দূরে নহেন। যখন এইরূপ ধারণা দৃঢ়তর হইবে, এবং সর্বদা পীরকে স্মরণ রাখিয়া পীরের সহিত আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। তখনই পীরের নিকট হইতে সর্বদা উপকার হাসিল করিতে পারিবে। যখনই কোন সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন হইবে, তখনই পীরকে নিজের অন্তরে উপস্থিত জানিয়া মৌখিক ভাব নিজের অবস্থা জ্ঞাপন করিবে। নিশ্চয়ই খোদা পাকের হুকুমে পীরের রূহ উহার উত্তর দিবেন।"

ওহাবী মৌলবীগণ এইরূপ খিয়ালকে অবৈধ ও শির্কের ন্যায় মনে করে। নাউযোবিল্লাহ! অতএব সাবধান।

কদম চুম্বন ও তাজীমের জন্য দাঁড়ানো জায়েয কি না ?

মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব "ফাতাওয়ায়ে রশিদীয়া" ১ম খন্ড ৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:-

الجواب- تعظیم دیندار کو کھڑا ہونا درست ہے اور پاؤں چومنا ایسے بھی شخص کا درست ہے حدیث سے ثابت ہے فقط رشید احمد-

"দ্বীনদার ব্যক্তির তাজিমের জন্য দাঁড়ানো দুরস্ত আছে। এইরূপ ব্যক্তির কদম চুম্বনও দুরস্ত হইবে। ইহা হাদীসের দ্বারা সাব্যস্ত আছে।"

মাওলানা থানবী সাহেব "আত্তাকাশ্‌শুফ্‌" পুস্তকের ৪২৪ পৃষ্ঠার একটি হাদীস উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন:-

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو محبین کی عادت ہے کہ پیر ہاتھوں کو پاؤں کو یا پیشانی وغیرہ کو بوسہ دے لیتے ہیں اسکا بھی کچھ حرج نہیں البتہ اذن شرعی سے تجاوز نہ چاہئے۔

"এই হাদীসের দ্বারা অনুভূত হইল, পীরের প্রিয়পাত্রগণের অভ্যাস এই যে, পীরের হস্ত, পদ বা কপালে চুম্বন দিয়া থাকেন। ইহাতে কোন দোষ হইবে না। অবশ্য খিয়াল রাখিতে হইবে, যে শরীঅতের হুকুমের কোন ব্যতিক্রম না ঘটে।" (অর্থাৎ কদম চুম্বন করিতে যাইয়া পীরের 'পা-চাঁটা, পায়ের অঙ্গুলী চোষা ইত্যাদি নাজায়েয কার্য্য হইতে সতর্ক থাকিতে হইবে।)

প্রাক্তন জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের নাজিম মাওলানা আহমদ সাঈদ (রহ.) দেওবন্দী সাহেবের লিখিত, 'রসুলুল্লাহ কে মুজেযাত' পুস্তকের ১৪১ পৃষ্ঠায় আছে:-

বাযযারের হাদীস- (সারমর্ম) বুরাইদা হইতে বর্ণিত,

"একটি গ্রাম্য অমুসলমান (আরবী) হযরত (দঃ) কে বলিয়াছিলেন, 'আমি আপনাকে সিজদা করিব।' তখন হযরত (দঃ) বলিয়াছিলেন, 'আমি যদি কোন মানুষকে তাজিমের সিজদার আদেশ দিতাম তবে বিবিগণকে তাঁহাদের স্বামীদিগকে সিজদা করিতে বলিতাম।' মোটকথা হযরত (দঃ) উহাকে আদেশ দিলেন না। তখন ঐ ব্যক্তি বলিল- তবে আমাকে হস্ত-পদ চুম্বনের আদেশ দিন তখন হযরত (দঃ) উহার আদেশ দিলেন। সে হযরত (দঃ) এর হস্ত-পদ চুম্বন করিল।" এইরূপ একটি হাদীস মুহাদ্দেসে হাকিম বর্ণনা করিয়া উহাকে সহীহ বলিয়াছেন। এইরূপ ধরণের একটি হাদীসকে ফাতাওয়ায়ে শামীর বরাত দিয়া মাওলানা শফী সাহেব জাওয়াহেরুল ফিকাহ' কেতাবে ১/১৯৭ পৃষ্ঠায় সহী হাদীস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ইমাম নবাবী 'আলআযকার' কিতাবে উক্ত হাদীস হইতে ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, মুহাব্বাত বা ভালবাসা সূত্রে বুযুর্গদিগের হস্ত-পদ চুম্বন করিতে পারে।" রসুলুল্লাহ কে মুজেযাত পুস্তকে ১৪৩ পৃঃ দ্রঃ।

মাওলানা শফী সাহেব এককালে দেওবন্দ মাদ্রাসার মুফতী ছিলেন। দেশ ভাগের পর করাচীতে চলিয়া যান। সেখানেও মুফতী পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি 'জাওয়াহেরুল্‌ ফিকাহ' নামক পুস্তকের ১ম খন্ড ১৯৩ পৃষ্ঠায় (বিখ্যাত মসআলার কিতাব মাবসুত ১০ম খন্ড ১৪০ পৃষ্ঠা হইতে একটি হাদীস উদ্ধৃত করতঃ লিখিতেছেন:-

(অনুবাদ) হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেনঃ- "যে ব্যক্তি স্বীয় মাতার পদদ্বয়ে চুম্বন দিল, সে যেন বেহেস্তের চৌকাঠে চুম্বন দিল।"

<u>মাথা নত করিয়া কদমবুসী করা জায়েয কি না?</u> এ সম্বন্ধে মাওলানা শফী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করায় (উক্ত পুস্তকের ২০০ পৃষ্ঠা) উত্তরে লিখিয়াছেনঃ-

جو انحناء مقصودا ہو وہ ناجائز ہے اور جو بضرورت تقبیل کے لازم آوے حکم تقبیل ہیں کے تابع ہے-

অর্থাৎ- "যাহা মাথা নত করা উদ্দেশ্য হয়, উহা নাজায়েয হইবে আর যাহা জরূরতের জন্য (কদম চুম্বনের সময়) নত করা আবশ্যক হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উহা কদম চুম্বনের সামিল হইবে। (যেহেতু এখানে মাথা নত করা উদ্দেশ্য হইল না।)

'এজহারুল হক' পুস্তকের ৪৫ পৃষ্ঠায় আছে; বঙ্গ বিখ্যাত আল্লামা মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব (রহ.), মস্তক অবনত করিয়া কদম চুম্বন জায়েয কিনা এ সম্বন্ধে মাওলানা থানবী সাহেবের নিকট প্রশ্ন করায় তিনি নিম্ন প্রকার উত্তর দিয়াছিলেনঃ-

اگر انحناء ہی مقصود ہو بدعت ہے لیکن اگر قدم بوس مقصود ہواور انحناء لازم آجاوے تو فی نفسہ مذموم نہیں مگر مفاسد لازم آوے توقبح لغیرہ

"যদি নত হওয়া উদ্দেশ্য হয়, তবে উহা বেদআত হইবে। আর যদি কদম চুম্বন উদ্দেশ্য হয়, আর হেট হওয়া লাজেম হইয়া পড়ে, তবে মুলতঃ কদম চুম্বনটিকে মন্দ ধারণা করা চলিবে না। কিন্তু উহার সহিত মন্দ উপসর্গ সমূহ মিলিত হইলে 'কুবহো লে গায়রিহী' হিসাবে নিষিদ্ধ হইবে।" (যেমন চুম্বনের সময় পা চাটা, বৃদ্ধাঙ্গুলি চোষা, কপালে ঘষা ইত্যাদি।)

মুসলমান ভাইয়ের সহিত সাক্ষাতকালে বা কাহাকেও সালাম দিবার সময় হেঁট হওয়া স্পষ্ট হাদীসে নিষিদ্ধ আছে। কিন্তু কদম চুম্বন নিষিদ্ধের স্পষ্ট হাদীস একটিও নেই। কোরআন শরীফ নীচে রাখা থাকিলে উঠাইবার জন্য নত হওয়া বা কোন বুজর্গের জুতা সিধা করিবার জন্য নত হওয়া নিঃসন্দেহে জায়েয। নত হইলেই যে রুকু হইয়া গেল এরূপ ধারণা ঠিক নহে।

আমাদের দেশে বুযুর্গ আলেম, পীর ও ওস্তাদের পায়ে হাত রাখিয়া চুম্বন দেওয়ার যে রীতি আছে (মুখ দিয়া নহে) ইহাও জায়েয। প্রকৃত পক্ষে ইহাকে কদম-চুম্বন বলে না। মিশকাতের হাদীসে আছেঃ- لا تقوم كما يقوم الاعاجم

"তোমরা আজমীদিগের ন্যায় দাঁড়াইও না।"

আর একটি হাদীস, হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, "যখন সাহাবাগণ নবী করীম (দঃ) কে দেখিতেন, দাঁড়াইতেন না; কারণ তিনি দাঁড়ানোকে না-পছন্দ মনে করিতেন।"

প্রথম হাদীসের উত্তর, যেরূপ দাঁড়ানোর মধ্যে অহঙ্কার ও আত্মগরিমা প্রকাশ পায় যাহা আজমী সর্দারগণের রীতিনীতি ছিল, অর্থাৎ সর্দারগণ বসিয়া থাকিত আর উপস্থিত লোকেরা তাহাদের সম্মানে দাঁড়াইয়া থাকিত, এইরূপ দাঁড়ানোকে রসুলুল্লাহ্ (দঃ) নিষেধ

করিয়াছেন। (এইরূপ মর্ম ফাতাওয়ায়ে ইমদাদীয়া ২য় খন্ড ১৯১ পৃষ্ঠায় ও মাজাহেরুল হক কিতাবেও আছে।)

দ্বিতীয় হাদীসের উত্তর এই যে, হযরত আনাস (রা:) বর্ণিত হাদীসের মর্ম (ফাতাওয়ায়ে ইমদাদীয়ার উক্ত পৃষ্ঠায়) থানবী সাহেব লিখিতেছেন-

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے (اس قیام کو) کیوں نہیں پسند فرمایا اسکی وجہ تواضع اور سادگی بے تکلفی تھی چنانچہ مرقات میں مصرح ہے۔

সারমর্ম:- "হযরত (দ:) স্বীয় বিনয়,সরলতা ও ভদ্রতা প্রকাশে এইরূপ কিয়াম পছন্দ করেন নাই। (মিরকাত ৪/৫৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন কোন মেহমানকে আহার করাইবার সময় খাদ্য-দ্রব্য তাঁহার দিকে আগাইয়া দেওয়ায় তিনি নম্রতা ও ভদ্রতা বশত: 'না! না! থাক! থাক!, বলিয়া না-পছন্দের ভাব প্রকাশ করেন। তদ্রুপ বর্ণিত হাদীসের মর্মটি বুঝিতে হইবে। বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের দ্বারা তাজীমের কিয়াম নিষিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হয় না।

এখন আমি তাজীমের কিয়াম সম্বন্ধে একটি হাদীস উদ্ধৃত করিতে চাই। যথা, –হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত ফাতেমাতুয যুহ্‌রা (রা:) যখন হযরত নবী করীম (দ:)-এর নিকট তশরীফ আনিতেন, তখন তিনি দাঁড়াইয়া পড়িতেন, (ইহা মুহাব্বতের কিয়াম ছিল) আর যখন হযরত নবী (দ:) হযরত ফতেমা (রা:)-এর নিকট তাশরিফ আনিতেন তখন হযরত ফাতিমা রা: দাঁড়াইয়া পড়িতেন।

ইহা তাজিমের কিয়াম ছিল। হাদিসটি আবু দাউদ ও তিরমিজীতে আছে।

তিরমিজী ইহাকে হাসান হাদিস বলিয়াছেন। ইহা ফাতওয়ায়ে ইমদাদিয়ার ২/ ১৯১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। ইতিপূর্বে মাওলানা গাংগুহী সাহেবের উক্তি অনুযায়ী তাজীমের কিয়াম জায়েজ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

ঝাড় ফুঁক বা তাবিয লিখিয়া ধার্য করা

মাওলানা থানবী সাহেব "আততাকাশশুফ" কিতাবে ৩৮১ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন "বুখারী, মুসলিম , তিরমিজী ও আবুদাউদ হাদীসের কিতাব হইতে উদ্ধৃত- তাইসীর ৩১২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, (সারমর্ম) হযরত আবু সাইদ্ খুদরী (রা:) সুরায়ে ফাতেহার দ্বারা সর্পের বিষ ঝাড়িয়া ধার্য করত: একশত (অন্য রেওয়াতে ত্রিশটি) ছাগল গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে হযরত নবী (দ:)- কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছেন, "উহা তোমরা বন্টন করিয়া লও এবং আমার জন্যও এক অংশ রাখিয়া দাও।" ইহার পর তিনি লিখিতেছেন, "যাহাতে উহা হালাল হওয়ায় সন্দেহ না হয় এই হেতু, হযরত নবী (দ:) নিজের জন্যও এক অংশ রাখিতে বলিয়াছিলেন।" তারপর থানবী সাহেব লিখিতেছেন :-

بعض تعویذوں میں نذرانہ تہیرا لینا یا لے لینا بعض بزرگوں کا معمول ہے اسکا جائز ہونا اور بزرگی منافی نہونا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے بشرطیکہ وہ عمل خلاف شرع نہ ہو۔

"কতক বুযর্গের কোন কোন তাবিযের প্রতি নযরানা ধার্য করার রীতিনীতি আছে। উক্ত হাদীস অনুযায়ী উহা জায়েয এবং তাঁহার বুযুর্গীতে কোন প্রকার ক্ষতি হয় না বলিয়া সাব্যস্ত হয়। (কারণ সাহাবাগণ হইতে বেশী বুযুর্গ আর কে হইতে পারে?) তবে শর্ত এই যে, তাবিয ও ঝাড়-ফুঁকগুলি যেন শরীঅতের খিলাফ না হয়।"

তফসীরে আযিযীতে আছে, কোরআন শরীফের দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করিয়া অথবা তাবিয লিখিয়া ধার্য করা এজমা এবং শরীঅতের দলীল অনুযায়ী জায়েয।

এ সম্বন্ধে দেওবন্দ মাদ্রাসার মুফতী সাহেব লিখিতেছেন:-

سوال ۱۷۴۸ تعویذات جس میں خلاف شرع کوئی بات نہو کسیکو لکھکر دینا اس پر اجرت متعین کرنا کیسا ہے؟

۷۶ ۱۴/و ۔ الجواب – جائز و درست ہے۔ سید احمد علی سعید مفتی دار العلوم دیوبند ۲۱/۴/۷۸۔ ھجری

"তাবিযের প্রতি ধার্য করা জায়েয এবং দুরস্ত আছে।"

এখানে আর একটি কথা চিন্তা করার আছে– যখন বিষ ঝাড়িয়া ত্রিশ বা একশত ছাগল গ্রহণের কথা উল্লেখ আছে, মনে করুন, তখন সস্তার সময় একটি ছাগলের মুল্য এক টাকা নির্ধারিত হইলেও উহাদের মুল্য যথাক্রমে ত্রিশ বা একশত টাকা হইবে। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, তাবিযের হাদিয়া কম বেশী ধার্য করিতে পারা যায়।

কবরের উপর গুম্বজ করা

মাওলানা এজায্ আলী মুফতী ও শায়'খুল আদীব দারুল উলুম দেওবন্দ, শরহে বিকায়ার ১৩৯ পৃষ্ঠায় ৬নং হাশিয়ায় এ বিষয়ে একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন:-

قد اباح السلف ان يبنى على قبور المشائخ و العلماء المشاهير ليزورهم ويستريحون بالجلوس فيه۔

"অতীত কালের আলেমগণ –পীর, বুযুর্গ ও প্রসিদ্ধ আলেমগণের গোরের উপর দালান প্রস্তুত করা জায়েয করিয়াছেন। (উদ্দেশ্য এই যে) লোকেরা তথায় যিয়ারত করিতে এবং শান্তির সহিত বসিতে পারে।" (অর্থাৎ রৌদ্র, তাপ, বর্ষা ইত্যাদি হইতে নিরাপদ থাকে।) দেওবন্দ মাদ্রাসার মুফতী সাহেবের ফতোয়া। (প্রশ্ন নং ৫৯৫ উত্তর তাং১৪-৩-৭৩ হি:) যথা:-

سوال ۵۹۵ : قبر پختہ و گنبد کے متعلق کتب فقہ میں دو قسم کی تصریح ہیں اکثر متقدمین ناجائز کہتے ہیں اور بعض متقدمین و بعض متاخرین جائز بھی لکھتے ہیں چنانچہ بخاری کی حدیث ضربت امراتہ قبتہ علی قبرہ سنۃ اسکی ماتحت ملا علی قاری مرقات میں لکھتے ہیں اذا كانت الخيمة لفائدة مثل ان يفعل القراء تحتها فلاتكون منهيا عنها– اسی مرقات جلد دوم صفحہ ۳۷۲ میں ھے وقداباح السلف البناء علی قبور الفضلاء والاولياء والعلماء ليزورهم يستريحون بالجلوس اور مجمع الانہار میں بھی اسیطرح لکھا ہوا ہے۔

شیخ الادیب مولانا اعزاز علی صاحب (دیوبندی) شرح الوقایہ ۱۳۹ حاشیہ ۲۰ میں لکھتے ہیں وقد اباح السلف ان یبنی علی قبور المشائخ و العلماء المشاهیر لیزورهم و یستریحون بالجلوس فیه اور میزان الکبری جلد اول میں امام شعرانی لکھتے ہیں ومن ذلک قول الایمة الثلثة ان القبور ولا یبنی لا یجصص مع قول ابی حنیفة بجواز ذلک الاول مشدد والثانی مخفف یہاں صاحب مذہب سے بھی ایک قول جواز کا مروی ہے۔ طحطاوی علی مراقی الفلاح صفحہ ۳۳۷ اور تنویر الابصار میں ہے وفی الدرر لا یجصص ولا یطین ولا یرفع علیہ البناء وقیل لاباس بہ وہوا المختار یہاں لاباس بہ کو مفتی بہ قول کہا ہے اور تفسیر روح البیان جلد ۲ دسواں پارہ میں ہے شیخ عبد الغنی نابلسی کشف النور مین لکھتے ہیں بناء القباب علی قبور العلماء والاولیاء والصلحاء امر جائز مولانا عبد الحق محدث دہلوی (رح) شرح سفر السعادت میں لکھتے ہیں در آخر زمان بجہت اقتصار نظر عوام برظاہر مصلحت در تعمیر و ترویج مشاہد و مقابر مشائخ عظماء دیدہ چیزہا افزوں داند تا ازیجا ابہت و شوکت اہل اسلام وارباب صلاح پیدا آید۔ مذکورہ دلائل پر مد نظر رکھکر ادہر بعض عالم کوئی بزرگان دین کے قبر پر قبہ بناکے یا پختہ کرنے کو جائز کا فتوی دیتے ہیں علاوہ اسکے جو عالم ناجائز کہتے ہیں انکو ملامت بھی نہیں کرتے بلکہ محبت کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے گو ضعف و قوت کا فرق ہو۔

اب سوال یہ ہے اس قسم کے عالم کو بدعتی کہنا صحیح ہوگا یا نہیں ؟ یہاں فساد بین المسلمین کا خوف ہے مخفی نہ رہے وہ عالم قبر سجدہ قبر بوسی قبر پر نذر نیاز حاجت منت و عورتوں کی بے پردگی کی سخت خلاف ہے انسب باتوں کو حرام ونا جائز جانتے ہیں۔

الجواب — جو عالم قبور کو سجدہ کرنا اور قبور کو بوسہ دینا قبور سے مرادیں مانگنا اور قبور پر چڑہاوہ چڑہانا وغیرہ امور کو حرام وناجائز فرماتی ہیں وہ عالم حقانی ہیں اگر وہ بربنائے عبارت مرقات وکشف النور قبور مشائخ پر قبہ بنانے میں تشدد نہیں کرتے بلکہ گنجایش دیتے ہیں تواس وجہ سے انکو بدعتی کہنا سخت غلطی ہے اونکو بدعتی کہنے والا جاہل اور گنہگار ہے واللہ اعلم۔

مسعود احمد عفا اللہ عنہ۔ نائب مفتی دار العلوم دیوبند ۱۴۔۳۔۸۳ھ

উত্তর:- যে আলেম কবরগুলিকে সিজদা, চুম্বন, কবরের নিকট হাজত চাওয়া ও কবরের উপর নিয়াজ চড়ানো ইত্যাদি বিষয়কে হারাম ও নাজায়েয বলেন, তিনি হাক্বানী আলেম হইতেছেন। যদি তিনি "মিরকাত" এবং "কাশফুন্নুরের" উক্তি (যাহা প্রশ্নে উল্লেখ হইয়াছে) অনুযায়ী কবরে কোব্বা বানাইতে কড়াকড়ি না করিয়া এজাজত দেন তবে ইহার জন্য তাঁহাকে বেদআতী বলা ভীষণ ভুল হইবে। যে ব্যক্তি বেদআতী বলিবে সে মুর্খ এবং গুনাহগার হইবে।

কবর তালকীন জায়েয

ফাতাওয়ায়ে রশিদীয়া ১ম খন্ডে ১৪ পৃষ্ঠায় আছে :-

تلقین بعد الدفن کے اسپر ہی مبنی ہے (یعنی سماع موتی پر) جس پر عمل کرے درست ہے-

"দাফনের পর কবর তালকীন করা, ইহা 'সিমা মওতার' উপর নির্ভর করে। কবর তালকীন কেহ করে বা না করে উভয় কার্যই জায়েয আছে।" বায়হকী শোয়াবুল ইমানে, হযরত ওমর (রা:) হইতে একটি সহী হাদীস বর্ণনা করেন, কবরে মাথার দিকে বাকারা সুরার প্রথম এবং পায়ের দিকে শেষ অংশ পড়িবে। যথা –প্রথমত: "মুফলেহুন্" পর্যন্ত এবং শেষের দিকে "লিল্লাহে মাফিস্ সামাওয়াতি" হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িবে। (মুহাদ্দেস মাওলানা মুহাম্মদ আলী সাহেব (রহ.)–এর লিখিত 'আসারুস্ সুনান' ১২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। হযরত আবদুর রহমান বিন্ আলা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি স্বীয় পিতা হইতে বর্ণনা করেন, "একদা আমার পিতা আমাকে বলিলেন, হে পুত্র! যখন আমার মৃত্যু হইবে, তখন আমার জন্য বগলী কবর তৈয়ারী করিবে এবং আমাকে কবরে রাখিবার সময় বলিবে– بسم الله على ملة رسول الله তারপর কবর দেওয়া শেষ হইলে উহার উপর পানি ছড়াইয়া দিবে, পরে আমার মাথার নিকট সুরায়ে বাকারার প্রথম ও শেষ অংশ পড়িবে। আমি হযরত নবী (দ:)– কে ঐরূপ বলিতে শুনিয়াছি। (ইহাকে তাবারানী মু'জামুল কবিরে এবং বায়হাকী সহী সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। ফিকহুস্ সুনান ১৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

কোন স্থানের পার্শ্বে শরীফ শব্দ ব্যবহার করা ও বুযুর্গ ব্যক্তিকে কিবলা বা কাবা বলা

মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবের ফাতাওয়ায়ে রশিদীয়ার ২য় খন্ডে ১১৮ পৃষ্ঠায় (দিল্লী জাইয়েদ বার্কী প্রেসে মুদ্রিত) আছে- অনুবাদ:- প্রশ্ন: 'শরীফ শব্দ মক্কা ও মদিনা ব্যতীত অন্যান্য স্থানের সহিত যোগ করা দুরস্ত হইবে কি না? যেমন আজমীর শরীফ লেখা কি প্রকার হইবে? ইহার উত্তরে লিখিত আছে :-

سب جگہ درست ہے جہاں کچھ شرافت ہو

"সর্বস্থানেই জায়েয হইবে, যেখানে কিছু বুযুর্গী আছে।" মাওলানা থানবী সাহেব (রহ.) বেহেস্তী জেওর ১ম খন্ডে, বাপ ও ওস্তাদের প্রতি লিখিত পত্রের শিরোনামায় কিবলা ও কাবা লেখা শিক্ষা দিয়াছেন (পুরাতন মুদ্রিত বেহেস্তী জেওর দেখুন)
মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব দেওবন্দী 'মাওলানা গাঙ্গুহী সাহেবের মুরসীয়া' নামক পুস্তকে লিখিতেছেন :- حوائج دین ودنیا کی کہاں لیجائیں ہم یا رب گیا وہ قبلہ حاجات روحانی و جسمانی-

দেখুন! এখানে তিনি স্বয়ং ওস্তাদকে 'কিবলায়ে হাজাত' বলিতেছেন। প্রকাশ থাকে যে, কিবলা বা কাবা শব্দ মাজাযী (অপ্রকৃত) অর্থে ব্যবহৃত হয়। হাকিকী (প্রকৃত অর্থে) নহে। খোদাপাক কোরআন শরীফের মধ্যে বহু আয়াত মিজাযী অর্থে বর্ণনা করিয়াছে। যেমন, কোন ব্যক্তিকে মালেক ও মুরুব্বী বলা ইত্যাদি।

কোন টুপি সুন্নত, গোল না দুপাল্লা?

টুপির অর্থ:- (উর্দু হইতে অনুবাদ) টুপি হিন্দী শব্দ; অর্থ- বন্দুকের ক্যাপ, (যাহা গোল হয়), শিকারী জন্তুর মুখে যে থলিটি পরিয়ে দেওয়া হয় (যাহা গোল হয়) অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মুখের ঢাকনী (যাহা গোল হয়), হুককার চিলিমের উপর টিনের ঢাকনী (যাহা গোল হয়) মস্তকাবরণ (যাহা মাথার আকৃতিতে গোল হয়)। জামেএ উর্দু ফিরোজুল লুগাত ৩৩৬ পৃষ্ঠা ও লুগাতে সাইদী ৩৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মোজামুত্তালেব অভিধানের ৯৩২পৃষ্ঠায় আছে 'কুম্মাতুন্' শব্দের 'কাফে' পেশ হইবে। উহার অর্থ মাথা ঢাকা গোল পোষাক। আরবী কামুস্ অভিধানে উহার অর্থ গোল মস্তকাবরণ লিখিত আছে। বর্ণিত বস্তুগুলি গোলাকার, এইহেতু টুপি গোল হয়। সুতরাং ইহাতে নামকরণের সার্থকতা পরিপূর্ণ হয়।

বুখারী শরীফ ২য় খন্ড ৮৬৩ পৃষ্ঠায় 'বারানেস' শব্দ আছে ইহা বুরনুসের বহুবচন। ব্যাখ্যাকারীগণ বুরনুস সম্বন্ধে দুই প্রকার উক্তি করিয়াছেন। ১ম- উচ্চ মস্তকাবরণ যাহা ইসলামের প্রথম যুগে হাজীগণ পরিত। ২য় এমন জুব্বা, যাহার মাথা ঢাকা কাপড়টি উহার সহিত সংযুক্ত থাকে এইরূপ উক্তি মিরকাত ৩য় খন্ড ২৫২ পৃষ্ঠায় এবং আয়নী ১ম খন্ড ৬৩৭ পৃষ্ঠায়ও লিখিত আছে। যে সমস্ত অভিধানে বুরনুসের অর্থ (লম্বা টুপি) লিখিত আছে – ইহার প্রকৃত অর্থ উচ্চ–গোল মস্তকাবরণ বুঝিতে হইবে। যেহেতু টুপির অর্থ গোল মস্তকাবরণ হয়। আরও কয়েকটি জইফ হাদীসে টুপি 'উপর দিকে লম্বা' প্রমাণ হয়। যেমন :- তারিখুল্ খামীস্ ২য় খন্ড ১৯০ পৃষ্ঠায় ও মুল্লা আলী কারী (রা:) মিরকাতের ৪র্থ খন্ড ৪২৪ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতী (রা:) এর 'জামেয়ুস সগীর' হইতে হাদীস উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার লিখিয়াছেন :- (অনুবাদ)"কোন কোন সময় হযরত নবী করীম (দ:) মাথা হইতে টুপি খুলিয়া সুত্রা (আড়াল) হিসাব সামনে রাখিয়া ঐ দিকে নামাজ পড়িতেন। অতএব টুপি উপর দিকে (গোল) লম্বা না হইলে সুতরা হইবে কি প্রকারে? প্রশ্ন: হযরত নবী (দ:) এবং সাহাবাগণের টুপি গোল ছিল, না লম্বা (দুপাল্লা)?

উত্তর:- সাহারানপুর মাজাহিরুল উলুম মাদ্রাসার মুফতী মোহাম্মদ মুজাফ্ফর হুসাইন (হস্ত লিখিত) প্রেরিত ফতোয়ায় (নং ১৪৭ তারিখ ১৩৭৯ হিজরী) লিখিতেছেন :-

الجواب- گول پہننا ہے- (فتاوی رشیدیہ جلد دوم صفحہ ۸۷) صحابہ کرام کی ٹوپی اٹھی ہوئی نہیں ہوتی تھی- مشکوۃ شریف صفحہ ۴۷۳ میں روایت ہے- عن ابی کبشۃ قال کان کماء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطحا — وفی المرقات ای مبسوطۃ علی روسھم ولا زقۃ مع روسھم- غیر مرتفعہ — فقط کتبہ مظفر حسین مظاھری مفتی العلوم سھاران پور (کمۃ کی جمع کمام ہے کمۃ کا معنی گول ٹوپی کذافی القاموس ومصباح اللغات)

"গোল টুপি পরা জায়েয (ফতাওয়ায় রশিদীয়া ২য় খন্ড ৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সাহাবাগণের টুপি উঠিয়া থাকিত না। মিশকাত ৪৭৩ পৃষ্ঠায় আছে–হযরত আবু কাব্শা হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ্র (দ:) সাহাবাগণের গোল টুপি ছিল, যাহা

মাথার সহিত বেষ্টিত হইয়া চাপিয়া লাগিয়া থাকিত।" (কুম্মাতুনের অর্থ 'গোল টুপি' কামুস এবং মিসবাহুল লুগাত দ্রষ্টব্য)।

দেওবন্দ মাদ্রাসার মুফতী সাহেব লিখিতেছেন:- (প্রশ্ন নং ১০৫০ তাং ৬/৩/৮২ হি:):-

۱۰۵۰۔ سوال --- حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ٹوپی گول تھی یا لمبی (دوپلہ) مید لل جواب عنایت فرماویں۔

---- الجواب – گول سر مبارک سے چپٹی ہوئی ہوئی کما ہو المستفاد من شرح المواہب لامام الزرقانی صفحہ ۹ جلد ۵ تاریخ ۶-۳-۸۲ھ جمیل الرحمن غفرلہ نائب مفتی دیوبند۔

উত্তর নং ৬৯ তোয়া:- "হযরত নবী করিম (দ:) ও সাহাবাগনের গোল টুপি ছিল, যাহা মাথায় চাপিয়া লাগিয়া থাকিত। যেমন, শরহে মুওয়াহেবুল্লাদুন্নীয়া যুরকানী ৫ম খন্ড ৯ম পৃষ্ঠার লেখার দ্বারা বুঝা যায়।

দেওবন্দ মাদ্রাসার মুফতী সাহেবের দ্বিতীয় ফতোয়া :-

سوال – نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ کرام لمبی دوپلہ ٹوپی پہنتے تھے یا نہیں۔انہوں کی ٹوپیاں کس قسم کی تھیں مدلل جواب عنایت فرماویں۔

الجواب – وعن ابی کبشة الانماری قال كانت كمام اصحاب النبی صلی الله عليه وسلم بطحا رواه الترمذی ایضا وفی رواية اكمة اصحاب النبی الخ و هما جمع كثرة وقلة الكمة القلنسوة يعنی انها كانت منبطحة غير منتصبة وفی المصباح الكمة بالضمة القلنسوة المدورة لانها تغطی الراس ونحوه فی القاموس– (زرقانی علی المواهب)

اس روایت سی معلوم ہواکہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپیاں اٹھی نہیں ہوتی تھیں بلکہ نیچی سر سی لگی ہوئی ہوتی تھیں اور مصباح کی تعریف سی معلوم ہواکہ کمہ گول ٹوپی کہتے ہیں اس سی معلوم ہواکہ صحابہ کی ٹوپیاں گول ہوتی تھیں۔فقط واللہ اعلم۔

۱۰ صفر ۱۴۰۳ھ، عبدالرحمٰن عفی عند مفتی، دارالعلوم دیوبند

উল্লিখিত ফাতওয়ার মর্মে বুঝা যায় যে, সাহাবাদিগের টুপি উঠিয়া থাকিত না বরং মাথার সহিত লাগিয়া থাকিত। মিসবাহুল লুগাতের দ্বারা বুঝিতে পারা গেল, 'কুম্মার' অর্থ গোল টুপি। ইহার দ্বারা অনুভূত হইল যে, সাহাবাদিগের টুপি গোল ছিল। এখন সাহারানপুর এবং দেওবন্দ মাদ্রাসার উভয় মুফতী বর্ণিত হাদীসকে জইফ লেখেন নাই। তাঁহার প্রমাণ করিয়াছেন, সাহাবাগণ গোল টুপি পরিতেন; দোপাল্লা নহে।

লম্বা গোল জামা (পিরহান) সুন্নাত

ইংরাজী ১৫-৩-৭৯ সালে সাহারানপুর নিবাসী মৌলবী আবদুর রউফ সাহেব, হাঁটুর নিম্নে অর্ধেক নলা পর্যন্ত গোল জামা (যাহাকে আরবীতে 'কামীস' বলে) শরীঅত অনুযায়ী সুন্নত সাব্যস্ত করিয়া الفتوی فی لباس الصالحین নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পুস্তিকাটির টাইটেল পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "সাহারানপুর মাজাহিরুল

উলুম মাদ্রাসার মুফতীগণ ইহা দেখিয়াছেন এবং প্রচারের জন্য আমাকে পরামর্শ দিয়াছেন।" উক্ত পুস্তিকা হইতে প্রয়োজনীয় বিয়য়গুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল:-"উক্ত জামা সম্বন্ধে তথায় কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়, তন্মধ্যে একটি এই যে, আরবী "কামীস" গোল জামা (যাহা হাঁটুর নিম্নে অর্ধেক নলা পর্যন্ত হয়) যাহার দুই পার্শ্ব জোড়া থাকে ইহা অতীত কালের এবং তৎপরবর্তীকালের বুযুর্গ ব্যক্তিগণ পরিতেন কি না? ইহার উত্তরে তিনি-চারি প্রকার জামার কথা উল্লেখ করতঃ লিখিয়াছেন, তম্মধ্যে এইরূপ জামা যাহা হাঁটুর নিম্নে অর্ধনলা পর্যন্ত, কলিদার ও পকেটের নিম্নে ৪,১০ বা ১২ অঙ্গুলী কাটা ফাঁক থাকে, ইহাতে নিষিদ্ধের কোন কারণ না থাকিলেও উহা আফ্জল (উত্তম) হইবে না। বরং জায়েয এবং মুবাহ লেবাসের মধ্যে গণ্য হইবে। আর এক প্রকার জামা যাহা হাঁটুর নিম্নে অর্ধেক নলা পর্যন্ত হয়, পকেটের নিকট দুই পার্শ্বে ফাঁক না থাকে (যাহাকে রেওয়াজী আরবী জামা বলে) এ সম্বন্ধে পূর্বাভাষ স্বরূপ তিনি লিখিতেছেন– হযরত (দঃ) ও সাহাবাগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন বা যদিও উহা তাঁহাদের অভ্যাসগত কার্য হয়, তবুও তাহার প্রতি সুন্নত বা মুস্তাহার শব্দ ব্যবহত হইবে। যথা:-

তাহতাবী'তে আছে :-

والسنة ما فعل النبى صلى الله عليه وسلم او واحد من اصحابه

"যে কার্য্যটি নবী (দঃ) বা সাহাবাগণের মধ্যে কেহ একজন করিয়া গিয়াছেন তাহাকে 'সুন্নত বলে।"

হাদীসে আছে–

حديث قالت ام سلمة رض كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص رواه الترمذى وابوداود ومشكواة صفحة - ٣٧٤ جلد ٢

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন,"হযরত নবী (দঃ)-এর অতি পছন্দনীয় পোষাকাদির মধ্যে 'কামীস' ছিল।" (তিরমিজী ও আবু দাউদ হইতে উদ্ধৃত– মিশকাত ২য় খন্ড ৩৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) হাদীসে আছে :-

عن سلمة بن الاكوع رض قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انى رجل اصيد فاصلى فى قميص واحد قال نعم وازره ولوبشوكة (رواه ابو داؤد وروى النسائى زحوه مشكواة صفحة ٣٧ جلد١)

হযরত সালমা বিন্ আকওয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন , "(একদা) আমি বলিলাম, ইয়া রসুলল্লাহ্ (দঃ)! আমি শিকারী ব্যক্তি, এমতাবস্থায় একটি মাত্র কামীসের দ্বারা নামাজ পড়িতে পারিব কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, 'হ্যাঁ পারিবে, তবে কাপড়ের গুন্ডির দ্বারা যদি না হয় কাঁটার দ্বারা গলার নিকটস্থ ফাঁক বন্ধ করিবে।" আবু দাউদ ও নাসায়ী হইতে উদ্ধৃত মিশকাত ১ম খন্ড ৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (ইহার দ্বারা কাপড়ের ঘুন্ডি প্রমাণিত হয়, ঘুন্ডির অর্থ কাপড়ের গিরা। (ফিরোজী অভিধান দ্রঃ) হাদীসে আছে :-

عن ابى بكر المليكى (رض) قال امنا جابر بن عبد الله فى قميص ليس عليه رداء فلما انصرف قال رئيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى قميص واحد (رواه ابو داؤد)

হযরত আবুবকর মুলাইকী হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন,"একদা হযরত জাবের বিন্ আবদুল্লাহ (রা:) কামীস পরিয়া আমাদের ইমামতী করিলেন, উহার উপর কোন চাদর ছিল না। ইমামতী করিয়া ফিরিবার সময় বলিলেন, 'আমি রসুলুল্লাহ্ (দ:) -কে কেবল একটি কামীরে নামাজ পড়িতে দেখিয়াছি।" (আবু দাউদ দ্র:) হাদীসে আছে:-

وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم- آاصلى فى قميص واحد قال نعم- (رواه ابو داؤد فى كتاب الطهارة)

জনৈক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ্ (দ:)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি একটি মাত্র কামীসে কি নামাজ পড়িতে পারি?' উত্তরে বলিলেন, "হ্যাঁ পড়।" (আবুদাউদ, কিতাবুত্তাহারাত দ্রষ্টব্য) হাদীসে আছে :-

عن ابن عباس (رضى) انه صلى الله عليه وسلم كان يلبس قميصا فوق الكعبين-

الجامع الصغير للسيوطى (رح) وبرواية ابن ماجه نحوه مرقات صفحة ٢٤٥ جلد ٨ باكستانى-

হযরত এবনে আব্বাস (রা:) হইতে বর্ণিত- তিনি বলেন, 'নিশ্চয় নবী (দ:) কামীস পরিতেন, যাহার ঝুল পদগুলফিদ্বয়ের উপর পর্যন্ত থাকিত।' (ইমাম সুয়ুতীর জামে সগীর, এবনে মাজাহ্ হইতে উদ্ধৃত মিরকাত ৮ম খন্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। হাদীস শরীফে হাঁটুর নিম্নে অর্ধেক নলা পর্যন্ত লুঙ্গী পরা হযরত নবী (দ:)-এর দৃঢ়ভাবে আদেশ রহিয়াছে। এই হেতু, হযরত আবদুল্লাহ বিন্ ওমর (রা:) বলেন :-

عن عبد الله بن عمر (رض) ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الازار فهو فى القميص (ابو داؤد صفحة ٢١٢ جلد ٢)

হযরত নবী (দ:) লুঙ্গী পরা সম্বন্ধে যেরূপ বলিয়াছেন, কামীস সম্বন্ধেও ঐরূপ আদেশ হইবে। (আবু দাউদ ২য় খন্ড ২১২ পৃষ্ঠায় দ্র:) হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলবী (রহ.)-এর মাদারেজুন্নবুয়াত কিতাবের ১ম খন্ড ৪৭২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, (অনুবাদ)" হযরত নবী (দ:)-এর কামীস, লুঙ্গী ও চাদর মুবারক انصاف ساقين হাঁটুদ্বয়ের নিম্নে অর্দ্ধেক নলা পর্যন্ত ছিল।" আরও উক্ত কিতাবে আছে:- হাদীসে انصاف ساق শব্দ বর্ণিত হওয়ায় انصاف ساق বহু বচনের দ্বারা এই কথারও প্রতি ইঙ্গিত হয় যে, কামীস যাহা প্রকৃতপক্ষে হাঁটুর নিম্নে অর্দ্ধেক নলা পর্যন্ত হওয়া শর্ত্ত নহে বরং হাঁটুর নিম্নে এবং পদগুলফির উপরে- যে কোন স্থান পর্যন্ত ঝুল থাকিলেও সুন্নত আদায় হইয়া যাইবে।

বর্ণিত উক্তিগুলির দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, লম্বা ঘেরা জামা যাহার দুই পার্শ্বে পকেটের নিকট ফাঁক (কাটা) না থাকে- এবং হাঁটুর নিম্নে অর্ধেক নলা পর্যন্ত বা হাঁটুর নিম্নে হইলেও সুন্নত আদায় হইয়া যাইবে। এইরূপ পোষাক নবী (দ:)-এর খুবই পছন্দনীয় থাকায় তিনি, সাহাবাগণ, তাবেঈনগণ এবং অতীতকালের বুযুর্গগণ উহা পরিয়া গিয়াছেন। হযরত (দ:)-এর কালে স্বয়ং হযরত (দ:) ও সাহাবাগণের একটি কামীসে নামাজ পড়ার কথা সাব্যস্ত আছে। উহা গোল ঘেরা জামা না হইলে নামাজ

পড়ার সময় বে-সতর হইয়া পড়িবে। কারণ সতর ঢাকা ফরয। নলা পর্যন্ত ঝুলান অথচ উভয় পার্শ্বে পকেটের নিকট কাটা, সুন্নতী জামার অন্তর্ভুক্ত হইবে না। (একশ্রেণীর মৌলবীদিগকে দেখিতে পাই, তাহারা লম্বা জামা পরেন বটে কিন্তু পকেটের নিম্নে কাটা থাকে উহা সুন্নতী জামা হইবে না, মুবাহ জামার মধ্যে গণ্য হইবে।) প্রিয় পাঠক ! হযরত বা সাহাবাগণের এইরূপ সুন্নতগুলিকে তাচ্ছিল্যের নজরে দেখা ইহার জন্য কিতাবে খুবই নিষেধাজ্ঞা বা ধমকানী আছে। মিশকাতের ব্যাখ্যা পুস্তক 'আশেয়াতুল লুময়াত' কিতাবে মাওলানা আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলবী (রহ.) বলেন:-

رعایت آدب خلاء واستنجاء بروجہ سنت بہتر است از بناء رباط ومدرسہ الخ-

"পায়খানা, পিসাব করার কালে সুন্নত অনুযায়ী যে সমস্ত নিয়ম-কানুন আছে তাহা পালন করা, মুসাফিরখানা ও মাদ্রাসা তৈয়ার করা হইতে উত্তম হইবে।" হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রহ.) 'মকতুবাত' ১ম খন্ড ১৩৫ পৃষ্ঠায় বলেন–

ذرۂ ایں متابعت مرضیہ از جمیع لذات دنیوی وتنعمات اخروی بمراتب بہتر است صفحہ ۱۳۵ جلد ا

"হযরত (দ:) এর অতি সামান্যতম সুন্নতের তাবেদারী করা সমস্ত দুনিয়ার লাজজাত ও আখেরাতের নিয়ামত হইতে বহুগুনে উত্তম।"

জুময়ার দ্বিতীয় আযানের বা অক্তীয়া আযানের সময় আযানের উত্তর দেওয়া ও শেষে হাত উঠাইয়া দো'আ চাওয়া।

দোর্রুল মুখ্তার কিতাবে আছে:-

وينبغى ان لا يجيب بلسانه اتفاقا فى الاذان بين يدى الخطيب

"খতীবের সম্মুখে যে আযান দেওয়া হয়– আলেমদিগের এত্তেফাক হিসাবে উহাতে মৌখিক উত্তর ভাল নয়, অন্তরে উত্তর দেওয়া উত্তম।" যদি কেহ মৌখিক উত্তর দেয় তবে নাজায়েয হইতে পারে না। কারণ সে 'ত' খুতবা পড়ার সময় উত্তর দিল না।

ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ ৬ষ্ঠ খন্ডে ১৪৭ পৃষ্ঠায় (পুরাতন এডিশন) মুফতী শফী সাহেব লিখিতেছেন :-

یہ کراہیت تحریمی نہیں بلکہ تنزیہی ہے جیساکہ در مختار اور نہر کے الفاظ کنبغی سے معلوم ہوتا ہے-

মৌখিক উত্তর দেওয়া মকরূহ তাহরিমী হইবে না বরং তানযিহী হইবে (জায়েযের নিকটবর্তী) যাহা দোর্রুল মুখতার ও নহরের বর্ণিত শব্দগুলির দ্বারা বুঝা যায়। ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ ৭/১৪৭ পৃষ্ঠায় আছে (অনুবাদ) মকরূহ তানজিহী কার্য আযাবের কারণ হয় না। তাহতাবী টীকায় ১৮৮/১১ পৃষ্ঠায় আছে:-

ان الاصح جواز الاذكار عنده قبل شروعه فى الخطبة فلا مانع للاجابة–

"খতীব 'খুতবা' আরম্ভ করিবার পূর্বে জিক্র সমূহ জায়েয হওয়া অধিকতর সহীহ। কাজেই খুতবার আযানে মৌখিক উত্তর দেওয়ায় কোন বাধা নাই।" আযানের পর হাত উঠাইয়া দো'আ চাওয়া যেমন জায়েয তদ্রূপ এখানেও হাত উঠাইতে পারিবে।

আযানের হাত উঠানো সম্বন্ধে মাওলানা থানবী সাহেব (রহ.) ইমদাদুল ফাতাওয়া ১ম খন্ড ৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন:-

بالتخصیص دعاے اذان مین ہاتھ اٹھانا تو نہیں دیکھا گیا مگر مطلقا دعامیں ہاتھ اٹھانا احادیث قولیہ فعلیہ مرفوعہ موقوفہ کثیرہ شہیرہ سے ثابت ہے من غیر تخصیص بدعاء دون دعاء پس دعاءے اذان میں بھی ہاتھ اٹھانا سنت ہوگا لاطلاق الدلائل-

সারমর্ম:- "খাসভাবে আযানের দোআতে হাত উঠানো দেখি নাই। কিন্তু বিনা শর্তে যে কোন দোআতে হাত উঠাইবার বহু হাদীস, যথা- কাওলী, ফেয়েলী,মারফু, মওকুফ ও বহু মশহুর হাদীসের দ্বারা সাব্যস্ত আছে। অথচ ঐ সমস্ত হাদীসে কোন দোআর প্রতি নির্দিষ্ট ভাবে হাত উঠাইবার কথা নাই। মুতলাক শর্তহীন ভাবে সর্ব দোআতেই হাত উঠাইতে পারিবে। অতএব আযানের পর হাত উঠাইয়া দোয়া চাওয়া সুন্নাত হইবে।" মুদাল্লাল বেহেস্তী গওহর (১১শ খন্ড) ৯৮ পৃষ্ঠায় আছে, দুই ঈদের নামাযের পর দোআ চাওয়া হযরত নবী করীম (দ:), সাহাবা, তাবেঈন ও তাবা তাবেঈন হইতে উদ্ধৃত হয় নাই। কিন্তু যখন অন্যান্য নামাযের পর দোআ চাওয়া সুন্নাত তখন ঈদের নামাযের পরও দোআ চাওয়া সুন্নাত হইবে। ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ ৮ম খন্ডে ৪৪ পৃষ্ঠায় (আযীযুল ফাতাওয়া) লিখিত মর্মে বুঝা যায়, মুফতী আযীযুর রহমান বলেন, "আমাদের আকাবের অন্য অন্য নামাযের ন্যায় ঈদের নামাযের পর হাত উঠাইয়া দোআ চাহিয়া ছিলেন এবং হাদীসের ব্যাপক মর্ম যখন নামাযে হাত উঠাইয়া দোআ সাব্যস্ত আছে দুই ঈদে হাত উঠান এই হেতু উহার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই ঈদের নামাযের পর ইহাও আমাদের নিকট অগ্রগণ্য হইবে। সাব্যস্ত আছে তখন ঈদের নামাযের পরও হাত উঠাইয়া দোআ চাওয়া মুস্তাহাব হইবে।

যখন ঈদের নামাযের পর হাত উঠাইয়া দোআ চাওয়া জায়েয তখন আযানের পরও হাত উঠাইয়া দোয়া চাওয়ায় নিষেধ করা কি উচিত হইবে? মুফতী মাওলানা কিফায়াতুল্লাহ সাহেবের 'কিফায়েতুল মুফতী' ৩য় খন্ড ৮ম পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :-

اذان کے بعد جو الفاظ ادا کئے جاتے ہیں وہ دعا کے الفاظ ہیں اور رفع یدین آداب دعا میں سے اسلئے ہاتھ اٹھانے میں مضائقہ نہیں-

ভাবার্থ:- আযানের পর যে সমস্ত শব্দ উচ্চারণ করা হয়, ঐগুলি দো'আর শব্দ, খোদাপাকের নিকট দো'আয় হাত উঠান তাহা দো'আর আদব সমূহের মধ্যে গণ্য। এইহেতু, হাত উঠাইলে কোন দোষ হইবে না।

পায়খানা যাইবার সময় বা মসজিদে প্রবেশের সময় হাত উঠাইয়া দোআ চাওয়া চলিবে না। কারণ পায়খানা ঘৃণিত স্থান আর মসজিদে প্রবেশের সময় লোকের অসুবিধা ঘটিবে।

আরও প্রকাশ থাকে যে, নামাজের পর যেমন হাত উঠাইয়া দো'আ চাওয়া জায়েয আছে, তদ্রুপ চারি রাকাআত তারাবীহ্ নামাজ অন্তে হাত উঠাইয়া প্রচলিত দো'আ পড়া নিঃসন্দেহে জায়েয হইবে।

ধূমপান নিষেধ

মাওলানা থানবী সাহেব 'ফাতাওয়ায়ে ইমদাদীয়া' ২য় খন্ড ১৪০ পৃষ্ঠায় হুক্কা সম্বন্ধে লিখিতেছেন:-

پس اگر کسی نے ضرورت شدیدہ میں کسی مرض دشوار کے علاج کے لئے احتیاط سے بطور دوا کے کبھی ایک آدہ بارپی لیا چندان جرم نہیں اور جو بعد ازالہ بغیر ضرورت شوقیہ پیوے جیسا آجکل شائع ہے کہ یہی محفل کے زیب و زینت ہو گلیں ہے اور اسکی خاطر تواضع رہ گئی اس کے نہ ملنے سے شکایتیں ہوتی ہیں کہ فلان نے حقہ بھی نہ دیا اور زبان سے چاہے برا کہتے ہوں اور شاید دل میں برا جانتے ہوں مگر ظاہر میں بے باکانہ اسکو پیتے ہیں اور ذرہ مجوب و منقبض نہیں ہوتے اور آخر میں مضر ہوتا ہے اور منہ میں برابر بدبو اتی ہے اور ہردم منہ میں کیسا رہتا ہے اور حواس میں بھی کدورت آجاتی ہے اور تشبہ اہل نار کے ساتھ ہے کہ منہ اور ناک میں سے دھوان نکلتا ہے اور خود دھواں اور اگ بھی آلہ عذاب کا ہے اس کے ساتھ ملتبس رہتی ہین اس طور سے اس کاعادی ہو جانا بسبب اجتماع امور کے بیشک برااور سخت مکروہ ہی پھر مذکورہ سابق کے تفارت سے کراہت میں بھی تفوت ہوگا۔ بعض پینے والے جوبد احتیاط ہین اور سڑے حقہ ناپاک نیچے تیز تمباکو پیتے پیتے نشہ ہو جاتا ہے اور شراب کی سی مدہوشی ہوتی ہے اسکی حرمت مین کوئی کم مکروم مہ کوئی حرام کوئی شبہ نہیں حاصل یہ کوئی حقہ زیادہ مکروہ کوئی کم مکروہ کوئی حرام کوئی ضرورت شدیدہ میں بطرر دوا کے ایک آدھ بار روا اور اس تقریر پر ممکن ہے تطبیق در میان اقوال علماء وفقہاء جو مختلف ہیں اس کے اباحت و کراہت وحرمت میں پس جیسا موقع کسی نے دیکھا ہوگا ویسا کہدیا ہوگا بہر حال پینی والی اس گاگناہ سے۔ خالی نہیں ہے اور اصرار گناہ پر سخت گناہ ہے اور اکثر اہل کشف و رویا صادقہ کے اقوال سے معلوم ہوا کہ اس کا پینی والا محقل مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دخل نہیں پاتا اور بعض نے اس کے پینے والوں کو معذب بھی دیکیاہے اعاذنا اللہ منہ۔ کسی نے کیا خوف کہا تمباکو نو نوش راسینہ سیاء است اگر باور نداری نے گواہ است۔

বর্ণিত উক্তিগুলির দ্বারা সাব্যস্ত হয়, শওক ও হাউস করিয়া হুক্কা, বিড়ি, সিগারেট পান করা বিভিন্ন কারণ হেতু কঠিন মাকরূহ, উহা পানে গুনাহ্ হইতে নিষ্কৃতি নাই। গুনাহের প্রতি জিদ্ করা আরও কঠিন গুনাহের কার্য্য। উহার পানকারী স্বপ্নযোগে হযরত নবী (দ:) এর যিয়ারত হইতে বঞ্চিত হইবে। কেহ কেহ স্বপ্নে ধুমপানকারীকে আযাব অবস্থায় দেখিয়াছেন।

নামাযে দ্বিতীয় জামাআত

ফায়সালায়ে হাফতে মাসায়েল পুস্তকে ৯ম পৃষ্ঠায় আছে :-

یہ مسئلہ سلف سے مختلف فیہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کراہت وامام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بعض شرائط کے ساتھ جواز منقول ہے اور ترجیح و تصحیح دونوں جانب موجود ہے اس میں بھی گفتگو کو طول دینا نازیبا ہے کیونکہ جانبین کو گنجائش عمل ہے اور بہتر یہ ہے دونوں قول میں یوں تطبیق دیجاوے کہ اگر جماعت اولی کاہلی و سستی سے فوت ہو گئی ہے اور جماعت ثانیہ میں شرکت سے منع کرنا اس شخص کے لئے موجب زجر و تنبیہ ہوگا اس کے لئے جماعت ثانیہ کی تعلیل و تقلیل جماعت اولی سے بھی معلوم ہوتا اگر کسی معلوم عذر سے پہلی جماعت تنہارہ گئی تو دوسری جماعت ایسا لا ابالی ہے کہ جماعت ثانیہ سے منع کری آسکے حق میں کچھ بھی موجب زجر نہ ہوگا بلکہ تنہا پڑھنے کو غنیمت سمجھے گا جلدی سے چار ٹکریں مار کر رخصت ہوگا تو ایسے شخص کو منع کرنے سے کیا فائدہ بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کسی قدر تعدیل واطمینان سے ادا کریگا عمل درامد اس مسئلے میں بھی ایساہی رکھنا چاہیے، کہ ہر فریق دوسرے فریق کو عمل بالدلیل کیوجہ سے محبوب رکھے اور جہاں جماعت ثانیہ نہوتی ہو وہاں تنہا پڑھ لے خواہ مخواہ جماعت نہ کرے اور جہاں ہوتی تو شریک ہو جاوے مخالفت نہ کرے۔

"এ বিষয় লইয়া অতীতকাল হইতে ইমামদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযমের মতে মকরূহ তাহরীমা এবং ইমাম আবু ইউসুফের মতে কতক শর্তের সহিত জায়েয বলিয়া উদ্ধৃত আছে। কোনটি সহীহ এবং কোনটি অগ্রগণ্য– উভয় পক্ষেরই প্রমাণ রহিয়াছে। ইহাতে কথা বাড়ানো ভাল নয়। কেননা উভয় পক্ষের আমল করিবার জন্য স্ব স্ব মত প্রশস্ত রহিয়াছে। সর্বাপেক্ষা ভাল কথা এই যে, দুইমতের মধ্যে সামঞ্জস্য করা। যদি কেহ প্রথম জামাআত গাফলতী করিয়া ছাড়িয়া দেয় এমতাবস্থায় তাহাকে দ্বিতীয় জামাআতে শরীক হইতে নিষেধ করা, তমবীহ ও তাকীদ স্বরূপ হইবে। নিশ্চয় তাহার জন্য দ্বিতীয় জামাআত মকরূহের হুকুম হইবে। কিন্তু যাহারা দ্বিতীয় জামাআত মকরূহ বলেন, তাঁহারা জামাআতে লোকসংখ্যা কমিয়া যাওয়াকে ইহার কারণ বলিয়া মনে করেন। আর কোন সঙ্গত ওজরের কারণে প্রথম জামাআতে শরীক হইতে না পারিলে তাহার জন্য দ্বিতীয় জামাআতের নামায পড়া একাকি পড়া অপেক্ষা ভাল। কেহ এমনও বেপরোয়াভাবের আছে, যদি তাহাকে দ্বিতীয় জামাআতে শরীক হইতে নিষেধ

করে এরূপ 'তমবীহ' ও তাকিদে কিছুই ফল হইবে না বরং সে একা নামায পড়াকে ভাল মনে কারিয়া দুই-চার টক্কর মারিয়া চলিয়া যাইবে, এইরূপ ব্যক্তিকে নিষেধ করাতে কোন ফল নাই। (আর এইরূপ ব্যক্তিই আজকাল বেশী) বরং সে জামাআতের সহিত নামায পড়িলে কিছু এতমিনানের সহিত নামাযের তাদিল আরকান ঠিকভাবে আদায় করিতে পারিত। মোট কথা, এই মসআলার সম্বন্ধে ইহাই আমল রাখিতে হইবে যে, একপক্ষ অন্য পক্ষকে দলিলসহ আমল করার জন্য ভালবাসিবে, ফাসাদ করিবে না। কিন্তু যেখানে দ্বিতীয় জামাআত একেবারে হয় না সেখানে একা পড়িয়া লইবে, অযথা জামাআত করিবে না। আর যেখানে দ্বিতীয় জামাআত হইয়া থাকে সেখানে মতভেদ না করিয়া উহাতে শরীক হইয়া যাইবে; ফাসাদ করিবে না। (মসজিদ ব্যতীত অন্য স্থানে দ্বিতীয় জামাআত আদায় করিলে কাহারও মতে নাজায়েয নহে)

সমাপ্ত

মেজলা হুজুর পীর কেবলা রঃ এর অন্যান্য গ্রন্থ-

১। তাহকীকুল মাসায়েল
২। মওজুয়াত (উর্দ্দু)
৩। উত্তম বিদয়াত
৪। ফতোয়ায় সিদ্দিকীয়া ১ম খন্ড
৫। ফতোয়ায় সিদ্দিকীয়া ২য় খন্ড
৬। ফুরফুরা শরীফের পীর কেবলার জীবন চরিত
৭। ইমাম আবু হানিফা র. এর জীবনী
৮। ওয়াজ এর ফজিলাত ও উপকারিতা
৯। ওয়াজ ও নসীহত-ই প্রকৃত তাবলীগ
১০। ওয়াজের মজলিস সম্বন্ধে মেজলা হুজুরের যুক্তিপূর্ণ নসিহত
১১। দাদা হুজুর কেবলার ওসীয়াত ও বড় হুজুরের নসিহত
১২। আখেরী জোহর নামাজ পড়িতে হয় কেন?
১৩। ওয়াজ করিয়া মূল্য নির্ধারণ করা জায়েজ কি না?
১৪। মসজিদ স্থানান্তরিত করার রদ
১৫। কবর পাকা ও গম্বুজ করা জায়েজ কি না?
১৬। মাইকের দ্বারা সাবিনা খতম জায়েজ কি না?
১৭। মিলাদের কিয়াম
১৮। দ্বীন ও দুনিয়া
১৯। কোন টুপী সুন্নাত, গোল না দু-পাল্লা
২০। তাযকিরাতুল সালেহাত
২১। ফুরফুরা শরীফের ইতিহাস
২২। স্ত্রীলোকের পর্দা সম্বন্ধে ফতোয়া
২৩। কিয়ামুল মিলাদ
২৪। তাবাকাতোল এজাম (উর্দ্দু)
২৫। বাতিল ফেরকা
২৬। চার পিরানে পীর কি নসীহত
২৭। কোরআন-হাদীস দৃষ্টান্তে তাবলীগ কে করিবে?
২৮। দাদা হুজুর কেবলার অসিয়ত ও বড় হুজুরের নসীহত
২৯। মাহফিলে ওয়াজ ও তদুপলক্ষ্যে ঈসালে সাওয়াব জায়েজ কি না?
৩০। ওলী ও শহীদগণের মাজার জিয়ারতের ফজিলত
৩১। তালিমে তরীকত
৩২। তেত্রিশ আয়াতের ফজিলত
৩৩। নাআল শরীফের নকশা
৩৪। প্রথম ওজিফা শিক্ষা
৩৫। সংক্ষিপ্ত ওজিফা শিক্ষা
৩৬। ওহাবি পরিচয় ও চারি ইমামের তাকলিদ
৩৭। আন নাসিখ ওয়াল মানসুখ
৩৮। আশয়ারে মুতাফার্‌রকা উর্দূ-ফার্সি কবিতাগুচ্ছ
৩৯। বাংলাদেশের বাতিল ফিরকার মতামত
৪০। কামেল পীরের আলামত
৪১। নসিহাতুন নবী (৮০০ হাদীস সংকলন)
৪২। চারি মাযহাবের তাকলীদ ও মতভেদের কারণ
৪৩। মিলাদ-কিয়াম জায়েজ সম্বন্ধে দেওবন্দী আলেম ও তাহার পীরদের ফতোয়া
৪৪। নবীজীর ফতোয়া
৪৬। ধুমপান নিষেধও তাহার অপকারিতা
৪৭। বার চাঁদের এবাদত ও ফজিলত
৪৮। স্বপ্নের তাবির
৪৮। মিন্নাতুল মুগীস (উর্দূ)
৪৯। ওয়ায়েফে তরীকত (উর্দূ)
৫০। ফুরফুরার হযরত পীর কেবলা এর মত ও পথ
৫১। নামাযে দোয়াল্লীন পড়িতে হইবে না যোয়াল্লীন
৫২। মুনাজাতে রাসূল
৫৩। মিথ্যা মাসায়েল ও কুসংস্কার
৫৪। নবী করীম সা. এর ভবিষ্যত বাণী
৫৫। নামাজ শিক্ষা

সূত্রঃ ফুরফুরা শরীফের পীর কেবলার (মেজরা হুজুর) জীবন চরিত
অধ্যক্ষ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ